ঢাকার শাখাসমূহ

কর্পোরেট অফিস
২৫, ইন্দিরা রোড, (৩য় তলা)
ফার্মগেট- ০১৯৭৩ ১০১৫০৪/০৭

নীলক্ষেত হেড অফিস
স্থান: রাফিন প্লাজা
৫ম তলা, (লিফ্টের ৪)
ফোন: ০১৯৭৩ ১০১৫০২/৩

মিরপুর-১০
১০নং গোলচত্তরের দক্ষিণে,
চাঁদ ম্যানশন, ফল পট্টির গলি
ফোন: ০১৯২২ ১০১ ৫১২/১৩

মালিবাগ ক্যাম্পাস
মালিবাগ মোড়, ঢাকা বিজ্ঞান
কলেজের ৩নং ভবনের ৪র্থ তলা
ফোনঃ ০১৯২২-১০১৫৩৫/৩৬

উত্তরা ক্যাম্পাস
১০৫/এসআর টাওয়ার- (লিফটের-০৬)
নর্থ টাওয়ারের পাশের বিল্ডিং, রোড নং-৩৫
সেক্টর-০৭, হাউস বিল্ডিং, উত্তরা ঢাকা-১২৩০
০১৯৭২-১০১৫০৯, ০১৯১২-১০১৫১৯

জবি ক্যাম্পাস
ডিসি অফিসের সামনে
স্টার কাবাবের উপরে
ফোন: ০১৯৭৪ ১০১৫৬৮/৬৯

মোহাম্মদপুর ক্যাম্পাস
মোহাম্মদপুর বাসস্ট্যান্ড, আল্লাহ করিম
জামে মসজিদের পশ্চিমে সোনালী
ব্যাংকের ওপরে তৃতীয় তলায়।
মোবাইল: ০১৯৭৩-১০১৫৬৩

গাজীপুর ক্যাম্পাস
রাইফ টাওয়ার, (৩য় তলা)
যমুনা ব্যাংকের পেছনে, ঢাকা রোড
চান্দনা চৌরাস্তা, গাজীপুর।
০১৯৭২-১০১৫৪৭, ০১৯৭৪-১০১৫৪৮

বকশিবাজার
হেলিকন সেন্টার, (৪র্থ তলা)
বকশিবাজার মোড়, ঢাকা
০১৯৭৪-১০১৫৪২/৪৪

ঢাকার বাইরের শাখাসমূহ

চট্টগ্রাম (চকবাজার) ক্যাম্পাস
গুলজার টাওয়ার (৪র্থ তলা) চকবাজার
মোবা: ০১৯২২-১০১৫০৪/০৫

চট্টগ্রাম GEC ক্যাম্পাস
GEC মোড়, সেন্ট্রাল প্লাজার পূর্ব
পাশের গলি- ০১৯২২-১০১৫০৬

ময়মনসিংহ ক্যাম্পাস
১১/১, অলিমুন প্লাজা, অলকা নদী বাংলার
সামনে (৪র্থ তলা) ০১৯২২-১০১৫৩৩/৩৪

কুমিল্লা ক্যাম্পাস
পুলিশ লাইন মোড়, চৌধুরী প্লাজা
(৫ম তলা)-০১৯২২-১০১৫২৭

বয়রা, খুলনা
মৌ মার্কেট (২য় তলা)
বয়রা বাজার, খুলনা।
০১৯২২-১০১৫১৭/১৮

গল্লামারী, খুলনা
১২২ এম.এ বারি সড়ক, ওয়ালটন
প্লাজার অপজিটে, গল্লামারী ট্রাফিক
মোড়ের উত্তর পাশে, খুলনা।
ফোন: ০১৯৭৩-১০১৫৩২

রাজশাহী ক্যাম্পাস
দৈনিক বার্তা কমপ্লেক্স
লিফ্টে-৫, আলুপট্টি মোড়।
মোবা:-০১৯২২-১০১৫২২/২৩

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস
৫৩১ কাজলা মোড়, মতিহার
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কাজলা গেটের সামনে
মোবা-০১৯০১-৫১৯৫৮৭/৮৮

রংপুর ক্যাম্পাস
সঞ্চিতা কমপ্লেক্স, বিকোন মোড়
মন্দিরের পাশে, কলেজ রোড
০১৯৭২ ১০১৫২৪, ০১৯৭৩১০১৫২৮

সাভার ক্যাম্পাস
বি/১. মুনছুর মার্কেট (৪র্থ তলা)
বাজার রোড, সাভার বাস স্ট্যান্ড
ফোনঃ ০১৯৭২-১০১৫৫৭

সিলেট ক্যাম্পাস
পয়েন্ট ভিউ শপিং সেন্টার (৩য় তলা)
আম্বরখানা- ০১৯২২-১০১৫৩০/৩১

টাঙ্গাইল ক্যাম্পাস
রেজিষ্ট্রি পাড়া, শাহীন কলেজের
সামনে- ০১৯২২-১০১৫৪৫/৪৬

যশোর ক্যাম্পাস
বাদশাহ ফয়সল ইসলামী ইনস্টিটিউটের
পশ্চিম পাশে, কোহিনুর ভিলা (৪র্থ তলা)
১২ স্টেডিয়াম রোড, জিরো পয়েন্ট মোড়
০১৯৭৪-১০১৫৫৩, ০১৯৭৩-১০১৫৫৪

নোয়াখালী ক্যাম্পাস
হেরিটেজ হাইটস, নাপিতের পুল
উডল্যান্ড হসপিটাল এর পেছনে।
মোবাইল: ০১৯২২ ১০১৫২১

নরসিংদী ক্যাম্পাস
২০৫/৪, নুসরাত ভিলা (৬ষ্ঠ তলা)
পশ্চিম ব্রাহ্মন্দী বালুর মাঠ
ফোন- ০১৯৭৪-১০১৫৪১

দিনাজপুর ক্যাম্পাস
কালিতলা, নতুন হানিফ কাউন্টারের সামনে,
মোবা: ০১৯৭২-১০১ ৫৫৯
০১৯৭৪-১০১ ৫৬০

কিশোরগঞ্জ ক্যাম্পাস
মেনু হাজী লজ (নীচ তলা)
গুরুদয়াল কলেজ মোড়
ফোন : ০১৯৭৮-১০১৫৬৬

বরিশাল ক্যাম্পাস
বিএম কলেজ মসজিদ গেটের বিপরীতে
ডাচ্ বাংলা ব্যাংকের ২য় তলা
ফোন: ০১৯৭২-১০১৫৭২/৭৪

বগুড়া ক্যাম্পাস
কামারগাড়ী, ডাচ বাংলা ATM বুথের পূর্ব পাশে
আজিজুল হক কলেজের কামারগাড়ী গেট
ফোন : ০১৯২২-১০১৫২০

ফরিদপুর ক্যাম্পাস
ঝিলটুলী বিল্ডিং, অনাথের মোড়
(শেখ হাসিনা মহিলা হোস্টেলের সামনে)
ফোন: ০১৯৭৩ ১০১৫৬৪-৬৫

কর্পোরেট অফিস : ২৫/বি (৩য় তলা), ইন্দিরা রোড, ফার্মগেট। ফোন: 01973-101504/07
bcsconfidence@hotmail.com, Facebook/ BCS CONFIDENCE

BCS

প্রিলিমিনারি পরীক্ষার প্রস্তুতি

বাংলাদেশ বিষয়াবলি (লেকচার ১৭-১৮) নোট : ৪

আবু সাঈদ

মীর মাহফুজুর রহমান মুগ্ধ

ড. মুহাম্মদ ইউনূস

BCS CONFIDENCE

বেলাল আহমেদ রাজু

কনফিডেন্স

কর্পোরেট অফিস : ২৫/বি (৩য় তলা), ইন্দিরা রোড, ফার্মগেট। মোবাইল : ০১৯৭২১০১৫১৪

পরীক্ষা দিতে **Visit** করুন : www.confidenceexampoint.com

অফিসিয়াল **Page** : https://www.facebook.com/bcsconfidence.raju

সতর্কীকরণ : এই বুকলেট কপিরাইট (নং-১৪৭৬৩) নিবন্ধিত। তাই বুকলেটটি আংশিক বা সম্পূর্ণ মুদ্রণ বা ফটোকপি আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ।

বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষার প্রস্তুতি : বাংলাদেশ বিষয়াবলি (লেকচার- ১৭ ও ১৮)

লেকচার ১৭ ও ১৮ : বাংলাদেশের জাতীয় অর্জন

সিলেবাসভুক্ত টপিক : বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব; গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান ও স্থাপনাসমূহ; জাতীয় পুরস্কার; বাংলাদেশের খেলাধুলা; চলচ্চিত্র এবং গণমাধ্যম-সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি।

৪৬-৩৫তম BCS প্রিলিমিনারি প্রশ্নোত্তর

৪৬তম বিসিএস

- বিশ্বকাপ ক্রিকেট ২০২৩ এ বাংলাদেশের কোন খেলোয়ার সর্বোচ্চ রান করে → মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ
- কৃষ্ণগহ্বর নিয়ে কোন বাঙালি বিজ্ঞানী গবেষণা করেছেন? → জামাল নজরুল ইসলাম
- 'মুজিব : একটি জাতির রূপকার' চলচ্চিত্রের পরিচালক কে? → শ্যাম বেনেগাল
- The Foreshedowing of Bangladesh গবেষণা গ্রন্থটির লেখক কে? → হারুন-অর-রশিদ
- বাংলাদেশ প্রথম ওয়ানডে এবং টেস্ট সিরিজ জয় করে কোন দেশের বিপক্ষে? → জিম্বাবুয়ে
- কোন ক্ষেত্রে অবদানের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১৬ সালে প্ল্যানেট ৫০-৫০ চ্যাম্পিয়ন পদক পান? → নারীর ক্ষমতায়ন

৪৫তম বিসিএস

- দেশের কোন জেলায় সর্ববৃহৎ সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্র অবস্থিত? → ময়মনসিংহ
- 'গণহত্যা জাদুঘর' কোথায় অবস্থিত? → খুলনা
- নভেরা আহমেদের পরিচয় কী হিসেবে? → ভাস্কর
- বাংলাদেশের ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য কয়টি? → ৪৩টি (অক্টোবর, ২০২৪)

৪৪তম বিসিএস

- কোন পত্রিকাটির প্রকাশনা উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আশীর্বাদ বাণী পাঠিয়েছিলেন? → ধূমকেতু
- বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-২ কী ধরনের স্যাটেলাইট হবে? → আর্থ অবজারভেশন স্যাটেলাইট
- কোনটি জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম রচিত গ্রন্থ নয়? → সোনার তরী

৪৩তম বিসিএস

- 'Untranquil Recollections: The Years of Fulfilment' শীর্ষক গ্রন্থটির লেখক কে? → রেহমান সোবহান
- ঢাকা সিটি করপোরেশনের প্রথম নির্বাচিত মেয়র কে ছিলেন? → মোহাম্মদ হানিফ
- কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন উৎপাদনে সম্প্রতি চীনের সাথে বাংলাদেশের কোন ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানির চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়? → ইনসেপটা
- বাংলাদেশ কত সালে OIC-এর সদস্যপদ লাভ করে? → ১৯৭৪
- নির্বাণ' ধারণাটি কোন ধর্মবিশ্বাসের সাথে সংশ্লিষ্ট? → বৌদ্ধধর্ম
- 'রেহেনা মরিয়ম নূর' চলচ্চিত্রটি পরিচালনা করেন → আবদুল্লাহ মোহাম্মদ সাদ

৪২তম বিসিএস

- বাংলাদেশের প্রথম সামুদ্রিক গ্যাসক্ষেত্র কোনটি? → সাঙ্গু ভ্যালি
- 'সাবাস বাংলাদেশ' ভাস্কর্যটির স্থপতি কে? → নিতুন কুণ্ডু
- কোনটি যমুনার উপনদী? → তিস্তা

৪১তম বিসিএস

- স্টিভ চেন ও চাড হারলির সাথে যৌথভাবে কোন বাংলাদেশি ইউটিউব (YouTube) প্রতিষ্ঠা করেন? → জাবেদ করিম
- বঙ্গবন্ধুকে কখন 'জুলিও কুরি' শান্তি পুরস্কার প্রদান করা হয়? → ২৩ মে ১৯৭২
- লাহোরে অনুষ্ঠিত OIC শীর্ষ সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু কবে যোগদান করেন? → ২৩-২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪
- পাকিস্তান কবে বাংলাদেশকে একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেয়? → ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪
- বাংলাদেশের সর্বদক্ষিণে কোনটি অবস্থিত? → সেন্টমার্টিন
- বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী ভারতের রাজ্য কয়টি? → ৫টি
- প্রান্তিক হ্রদ কোন জেলায় অবস্থিত? → বান্দরবান
- আলুটিলা প্রাকৃতিক গুহা কোথায় অবস্থিত? → খাগড়াছড়ি জেলায়
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় কে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন? → নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহর

৪০তম বিসিএস

- বাংলাদেশ জাতিসংঘের → ১৩৬তম সদস্য
- 'Let there be light' বিখ্যাত ছবিটি পরিচালনা করেন → জহির রায়হান

৩৯তম বিসিএস

- স্বাধীনতা পদকপ্রাপ্ত ব্যক্তিত্ব হলেন → সৈয়দ শামসুল হক
- শিশুমৃত্যু হার হ্রাসে সাফল্যের জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কী অ্যাওয়ার্ড অর্জন করেছেন? →এমডিজি অ্যাওয়ার্ড-২০১০
- কোন বিদেশি পত্রিকা বঙ্গবন্ধুকে 'রাজনীতির কবি' (Poet of Politics) উপাধি দিয়েছিলেন? → নিউজ উইকস

৩৮তম বিসিএস

- বাংলাদেশের তৈরি প্রথম ন্যানো স্যাটেলাইটের নাম কী? →ব্র্যাক অন্বেষা
- বাংলাদেশ এবং মিয়ানমারের মধ্যে সমুদ্রসীমা বিরোধ কোন সংস্থার মাধ্যমে নিষ্পত্তি হয়? → International Tribunal for the Law of the Sea.
- পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি কত সালে স্বাক্ষরিত হয়? → ১৯৯৭
- টেস্ট ক্রিকেটে বাংলাদেশের পক্ষে কে প্রথম ডাবল সেঞ্চুরি করেন? → মুশফিক

৩৭তম বিসিএস

- ক্রিকেটে বাংলাদেশ টেস্ট মর্যাদা পায় → ২০০০ সালে
- বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানকারী প্রথম অনারব মুসলিম দেশ → মালয়েশিয়া (অপশন বিবেচনায়)
  [নোট : বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানকারী প্রথম অনারব মুসলিম দেশ → সেনেগাল]

৩৬তম বিসিএস

- বর্তমান সময়ে বাংলাদেশ সরকারের বড় অর্জন → যুদ্ধাপরাধীদের বিচার
- ভারতের যতটি 'ছিটমহল' বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে → ১১১টি

৩৫তম বিসিএস

- ১৯ মে ২০১২ বাংলাদেশি হিসেবে এভারেস্ট জয় করেন → নিশাত মজুমদার
- 'Making of a Nation Bangladesh' গ্রন্থের রচয়িতা → নুরুল ইসলাম
- 'জীবনঢুলী' হচ্ছে → একটি চলচ্চিত্রের নাম
- 'মাটির ময়না' চলচ্চিত্রের নির্মাতা → তারেক মাসুদ
- বিখ্যাত চিত্রকর্ম 'তিন কন্যা'-এর পরিচালক → কামরুল হাসান
- বাংলাদেশে বেসরকারি টিভি চ্যানেলের সংখ্যা → ৪১টি [সূত্র : তথ্য মন্ত্রণালয়]
- যে বিখ্যাত ম্যাগাজিন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাজনীতির কবি (Poet of politics) আখ্যা দিয়েছিল → নিউজ উইকস

সাম্প্রতিক অর্জন

- বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ডের নতুন নাম → "বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন বোর্ড"
- জাতিসংঘের স্থায়ী প্রতিনিধি নিয়োগ পেয়েছেন → সালাহউদ্দিন নোমান চৌধুরী
- ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বাংলাদেশ থেকে তৈরি পোশাক রপ্তানিতে শীর্ষ গার্মেন্টস প্রতিষ্ঠান → ইয়াংওয়ান কর্পোরেশন।
- আন্তর্জাতিক স্থাপত্যশিল্প প্রতিযোগিতা "দ্য ইন্সপাইরেলি অ্যাওয়ার্ডস" লাভ করেন-সারাফ নাওয়ার।
- বাংলাদেশ শুম বিরোধী অন্তর্জাতিক কনভেনশন সনদে স্বাক্ষর করেছে → ২৯ আগস্ট ২০২৪
- ২০২৪ সালের নারী দিবসের প্রতিপাদ্য → নারীর সম-অধিকার, সমসুযোগ, এগিয়ে নিতে হোক বিনিয়োগ।
- Global Youth Financial Inclusion Award-2024 লাভ করে → বাংলাদেশ ব্যাংক। বাংলাদেশের যুব সমাজের আর্থিক অন্তর্ভুক্তি এবং আর্থিক সেবা উন্নয়নে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রচেষ্টার স্বীকৃতি স্বরূপ এ পুরস্কার প্রদান করা হয়।
- বাংলা একাডেমির বর্তমান মহাপরিচালক → ড. মোহাম্মদ আজম (০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪)
- ই-গভর্নমেন্ট সূচক ২০২৪ এ বাংলাদেশের অবস্থান → ১০০তম, শীর্ষদেশ ডেনমার্ক
- ২০২৪ সালে বৈশ্বিক উদ্ভাবনী সূচকে বাংলাদেশ → ১০৬তম, শীর্ষ দেশ সুইজারল্যান্ড
- বিশ্বব্যাংক অন্তবর্তীকালীন সরকারের সংস্কার উদ্যোগ বাস্তবায়নে বাংলাদেশকে → ৩.৫ বি.মা.ড. দেওয়ার ঘোষণা দেয়।
- জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৯তম অধিবেশনে বাংলায় ভাষণ দেন → ড. মুহাম্মদ ইউনূস (অন্তবর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা)
- ক্রিপ্টোকারেন্সি ব্যবহারে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান →৩৫তম
- ২০২৪ সাফ অনূর্ধ্ব-২০ চ্যাম্পিয়নশিপে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে → বাংলাদেশ
- ড. মুহাম্মদ ইউনূস র‍্যামন ম্যাগসেসে পুরস্কার পেয়েছেন → ১৯৮৪ সালে
- বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে নিহত আবু সাইদ (রংপুর) → বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী
- দ্বাদশ জাতীয় সংসদ বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয় → ২০২৪ সালের ৬ আগস্ট
- নতুন অন্তবর্তীকালীন সরকার শপথ গ্রহণ করেছে → ৮ আগস্ট, ২০২৪
- বিশ্ব বাণিজ্য পরিসংখ্যান অনুযায়ী পোশাক রপ্তানিতে → ২য় বাংলাদেশ (শীর্ষ দেশ চীন)
- বিশ্ব বাণিজ্য পরিসংখ্যান অনুযায়ী পোশাক আমদানিতে → ৪র্থ বাংলাদেশ (শীর্ষ দেশ যুক্তরাষ্ট্র)
- নারী এশিয়া কাপে প্রথম বাংলাদেশি নারী অ্যাম্পায়ার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন → সাথীরা জাকির জেসি
- বিশ্বে সামরিক শক্তিতে বাংলাদেশের অবস্থান → ৩৭তম
- বাংলাদেশে প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘর রয়েছে → ২১টি
- জাতিসংঘের ৭৯তম অধিবেশনে সেকেন্ড কমিটির চেয়ার নির্বাচিত হয়েছেন → মোহাম্মদ আব্দুল মুহিত
- দেশের চতুর্থ সাবমেরিন ক্যাবল স্থাপন করা হবে → ২০২৮ সালে
- নেপাল থেকে দেশে জলবিদ্যুৎ আমদানি করা হবে → ৪০ মেগাওয়াট
- দেশের প্রথম বিশেষায়িত হিমাগার স্থাপন করা হবে → রংপুরে মিঠাপুকুরে
- আইএলও তে বাংলাদেশ পরিচালনা পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছে → ১১২তম সভায়
- ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৪ সমাজসেবা অধিদপ্তর ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে শহীদদের স্মরণে 'জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশন' গঠন করে। ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৪ অন্তর্বর্তীকালীন সরকার প্রধান উপদেষ্টার ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিল থেকে এ ফাউন্ডেশনে ১০০ কোটি টাকা অনুদান দেয়। এ তহবিল থেকে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে শহীদদের পরিবার এবং আহত ব্যক্তিদের আর্থিক সহায়তা দেয়া হবে।
- আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট অবস্থিত → ঢাকা সেগুনবাগিচায়
- সামুদ্রিক মৎস্য উৎপাদনে বাংলাদেশ→ ১৪তম, চিংড়িতে ৮ম, ইলিশে ১ম
- বিশ্ব বিনিয়োগ প্রতিবেদন ২০২৪ অনুযায়ী বাংলাদেশে সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ → ৩,০০৪ মিলিয়ন ডলার
- একাত্তরের জেনোসাইড বা গণহত্যাকে স্বীকৃতি দিয়েছে → যুক্তরাষ্ট্রের লেমকিন ইনস্টিটিউট (৩১ ডিসেম্বর ২০২১)
- ২০২৪ সালের জাতীয় বর্ষপণ্য → হস্তশিল্প পণ্য
- বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের কূটনৈতিক সম্পর্কের ৫০ বছর পূর্তি হয় → ৪ এপ্রিল ২০২২
- আপিল বিভাগে প্রথম নারী বিচারপতি → নাজমুন আরা সুলতানা, দ্বিতীয় ও তৃতীয় নারী বিচারপতি জিনাত আরা ও কৃষ্ণা দেবনাথ
- টেলিটকের মাধ্যমে বাংলাদেশে পরীক্ষামূলকভাবে 5G চালু করা হয় → ১২ ডিসেম্বর ২০২১ (৬টি স্থানে), 'ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস' → ১২ ডিসেম্বর
- ৪ আগস্ট ২০২১ কৃষকদের জন্য চালু হওয়া সরকারি অ্যাপের নাম → সদাই
- জন্মনিবন্ধন দিবসের বর্তমান নাম → জাতীয় জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন দিবস
- বাংলাদেশ ব্যাংক প্রথম কোনো দেশকে ঋণ দেয় → শ্রীলঙ্কাকে ২০২১ সালে
- বাংলাদেশ রপ্তানি খাতে সর্বাধিক আয় করে → তৈরি পোশাক থেকে
- বিশ্ব অভিবাসন প্রতিবেদন-২০২৪ অনুসারে, রেমিট্যান্স অর্জনে বাংলাদেশের অবস্থান → অষ্টম (অভিবাসী প্রেরণে ষষ্ঠ)
- ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ মোহাম্মদ সাহাবুদ্দিন চুপ্পু বাংলাদেশের → ২২তম রাষ্ট্রপতি হিসেবে নির্বাচিত হন
- প্রথম বাংলাদেশি ক্রিকেটার হিসেবে MCC'র আজীবন সদস্য → মাশরাফি বিন মুর্তজা
- দেশের প্রথম স্মার্ট গ্রাম → হিজলী (ঝিনাইদহ), প্রথম স্মার্ট উপজেলা → শিবচর (মাদারীপুর), প্রথম স্মার্ট জেলা → চট্টগ্রাম (প্রস্তাবিত)
- বাংলাদেশের প্রথম স্পোর্টস চ্যানেল → টি-স্পোর্টস
- অনলাইন শ্রমবাজার বা ফ্রিল্যান্সিং খাতে কর্মসংস্থানে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান কততম? → দ্বিতীয়; প্রথম ভারত
- 'জাতীয় ভোটার দিবস' পালিত → ২ মার্চ
- বাংলাদেশের সাবমেরিন রয়েছে → ২টি; (২০১৭ সালে চীনের কাছ থেকে ক্রয় করে– বানৌজা নবযাত্রা, বানৌজা জয়যাত্রা)
- বাংলাদেশের বর্তমান চা বাগান রয়েছে → ১৬৯টি
- বর্তমানে দেশের নদীবন্দর আছে → ৫৩টি (সর্বশেষ- চিলমারী, কুড়িগ্রাম)
- বাংলাদেশ সাবমেরিন কেবল ল্যান্ডিং স্টেশন → ২টি (কক্সবাজার ও পটুয়াখালী)। নির্মিতব্য তৃতীয়টি হচ্ছে– কক্সবাজার

- সর্বশেষ বাংলাদেশের রাঙ্গাবালি উপজেলা, পটুয়াখালী বিদ্যুতায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ শতভাগ বিদ্যুতায়িত হয় → ২১ মার্চ ২০২২
- BIIG-B পূর্ণ রূপ → Bay of Bengal Initiatives for Industrial Growth Belt. জাপানের প্রস্তাবনায় চালু হয় ২০১৪ সালে। প্রকল্পটির পরিকল্পিত এলাকা ঢাকা-চট্টগ্রাম-কক্সবাজার। প্রকল্পের অধীনে সর্ববৃহৎ কার্যক্রম হলো মাতারবাড়ী বিদ্যুৎ প্রকল্প
- আদিবাসী ভাষা দশকের সময়কাল → ২০২২-২০৩২
- বিকাশের মাধ্যমে দেশে প্রথম 'ডিজিটাল ক্ষুদ্রঋণ' চালু করে → সিটি ব্যাংক
- ফেসবুকে যুক্ত হওয়া বাংলাদেশের দ্বিতীয় ভাষা → চাকমা
- বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ অর্থনৈতিক অঞ্চল → মীরসরাই, চট্টগ্রাম
- বীর মুক্তিযোদ্ধার ইংরেজি প্রতিশব্দ → Heroic Freedom Fighter
- সম্প্রতি নিকারের বৈঠকে অনুমোদন পাওয়া নতুন পৌরসভা → শ্যামনগর পৌরসভা, সাতক্ষীরা (৩৩১তম)
- কপ-২৬ সম্মেলনে বাংলাদেশের যে চলচ্চিত্রটি প্রদর্শন করা হয় → নোনা জলের কাব্য (পরিচালক– রেজওয়ান শাহরিয়ার)
- বাংলা একাডেমির বর্তমান সভাপতি → আবুল কাসেম ফজলুল হক
- পার্বত্য চট্টগ্রামের বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠন → কুকি-চীন ন্যাশনাল ফ্রন্ট
- দেশের প্রথম ভূতাত্ত্বিক জাদুঘর স্থাপিত হবে → সিটেলের জাফলংয়ে
- বঙ্গবন্ধু সামরিক জাদুঘর অবস্থিত → ঢাকার বিজয় সরণিতে
- সিপিডির বর্তমান চেয়ারম্যান → রেহমান সোবহান
- ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের দৈর্ঘ্য → ২৪ কিলোমিটার
- খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (FAO) ৩৬তম এশিয়া ও প্যাসিফিক আঞ্চলিক সম্মেলন (APRC) অনুষ্ঠিত হয় → বাংলাদেশে ৮-১১ মার্চ ২০২২
- ২ .২ শতাংশ সুদে IMF-এর কাছ থেকে কী পরিমাণ ঋণ পায় বাংলাদেশ → ৪.৭ বিলিয়ন ডলার, তিন ধরনের প্রকল্পে এ লোন দেওয়া হবে
- 'ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট' চালু হয় → ২০১৮ সালে
- বাংলাদেশে প্রথম বাল্যবিবাহমুক্ত ইউনিয়ন → ভৈরবপাশা, ঝালকাঠি
- বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরাম জেন্ডার অসমতাবিষয়ক 'গ্লোবাল জেন্ডার গ্যাপ রিপোর্ট-২০২৪' অনুযায়ী, বাংলাদেশ→ ৯৯তম (১৪৬টি দেশের মধ্যে)
- সেন্টার ফর ইকোনমিকস অ্যান্ড বিজনেস রিসার্চের মতে, ২০৩৬ সালে বাংলাদেশ বিশ্বের কততম অর্থনীতির দেশ হবে → ২৪তম
- বিশ্বের শক্তিশালী পাসপোর্টের গ্লোবাল র‍্যাংকিং-২০২৪-এ বাংলাদেশের অবস্থান → ৯৫তম
- সম্প্রতি সুইজারল্যান্ডভিত্তিক বায়ুর মান পর্যবেক্ষণকারী প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান আইকিউ প্রতিবেদনে দূষিত বাতাসের শহরে তালিকায় শীর্ষে → ঢাকা
- দেশের প্রথম পূর্ণাঙ্গ হেলিপোর্ট নির্মিত হবে → কাওলা, ঢাকা
- বিশ্বের শীর্ষ এনজিও হিসেবে স্বীকৃত → বাংলাদেশের ব্র্যাক
- হ্যালো টিচার → দেশের প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের ব্যবহারের জন্য তৈরীকৃত মোবাইল অ্যাপ
- তালপাতা → দেশের তৈরি নতুন ল্যাপটপ
- দানাদার খাদ্য উৎপাদনে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান → নবম
- চাষ করা মাছ উৎপাদনে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান → পঞ্চম
- সুকুক → সরকারের সম্প্রতি চালু করা শরিয়াভিত্তিক ইসলামি বন্ডের নাম
- SHOHOZ → বাংলাদেশ রেলের অনলাইনে টিকিট কাটার অ্যাপের নাম
- মার্চ মাসকে নারী গ্রাহকসেবার মাস হিসেবে ঘোষণা দেয় → জনতা ব্যাংক
- হ্যালোসিটি → জঙ্গিবাদ দমনে পুলিশের অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপস; উদ্ভাবক– টেররিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ
- ২১ই-বুক → দেশের প্রথম ইসলামিক বুক
- দেশে সরকারি কর্মকর্তাদের মেসেজিং অ্যাপের নাম → আলাপন
- আন্তর্জাতিক গণহত্যা দিবস → ৯ ডিসেম্বর (২০১৫ সাল থেকে পালিত)
- জাতীয় গণহত্যা দিবস → ২৫ মার্চ (স্বীকৃতি প্রদান ১১ মার্চ ২০১৭)
- গণহত্যা জাদুঘর অবস্থিত → খুলনায়
- জাটকা → ২৫ সেন্টিমিটারের নিচে ইলিশের পোনাকে 'জাটকা' বলা হয়
- জাতীয় তথ্যভাণ্ডার অবস্থিত → কালিয়াকৈর, গাজীপুর
- প্রস্তাবিত ১৩তম সিটি করপোরেশন হবে → ফরিদপুর
- বিশ্বের সর্ববৃহৎ জলবায়ু উদ্বাস্তু আশ্রয়কেন্দ্র → খুরুশকুল (কক্সবাজার)
- দেশকে মাদকমুক্ত ঘোষণা করা হবে → ২০৪১ সালের মধ্যে
- ৪ এপ্রিল ২০২১ বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ কোম্পানি লিমিটেডের (BTCL) উদ্বোধন করা নতুন OTT (Over The Top) কলিং সেবার নাম → আলাপ
- ১৬ এপ্রিল ২০২১ বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের মহীসোপানের দাবির বিষয়ে জাতিসংঘের মহীসোপান নির্ধারণসংক্রান্ত কমিশনে আপত্তি জানায় → ভারত
- কক্সবাজারে বিশ্বের সবচেয়ে বড় মেরিন ড্রাইভওয়ে → ৮০ কিলোমিটার
- ২০২৪ সালে আন্তর্জাতিক নারী দিবসটির প্রতিপাদ্য → নারীর সমঅধিকার, সমসুযোগ, এগিয়ে নিতে হোক বিনিয়োগ
- প্রথম বাংলা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম → 'বেশতো বা BESHTO'
- ইউরোপীয় ক্রেতাদের জোট অ্যাকর্ড অন ফায়ার অ্যান্ড বিল্ডিং সেফটি ইন বাংলাদেশের নতুন নাম → দি ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকর্ড ফর হেলথ অ্যান্ড সেফটি ইন দ্য টেক্সটাইল অ্যান্ড গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি বা ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকর্ড
- বাংলাদেশ ও ভারত 'মৈত্রী দিবস' → ৬ ডিসেম্বর
- রূপকল্প-২০৪১-এ নবায়নযোগ্য জ্বালানি হবে ২০৩০ সালের মধ্যে → ২০%
- বাংলাদেশ এলডিসি থেকে বের হওয়ার প্রাথমিক যোগ্যতা অর্জন করে → ১৬ মার্চ ২০১৮, ২০২৬ সালে বাংলাদেশের সাথে আর কোন দুটি দেশ এলডিসি থেকে উন্নীত হবে? → নেপাল ও লাওস
- দেশে মোট আবিষ্কৃত গ্যাসক্ষেত্রসহ মোট গ্যাসক্ষেত্র → ২৯টি। সর্বশেষ ভোলার ইলিশা-১
- মায়ের ডাক → গুম হওয়া ব্যক্তিদের স্বজনদের সংগঠন
- মায়ের কান্না → ১৯৭৭ সালের ২ অক্টোবর সেনাবাহিনী ও বিমানবাহিনীর যেসব সদস্যের ফাঁসি, কারাদণ্ড ও চাকরি গিয়েছিল, তাঁদের পরিবারের সদস্যদের সংগঠন
- কপ-২৭ জলবায়ু সম্মেলনে' জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ক্ষতি মোকাবিলায় অভিযোজন তহবিলে উন্নত দেশগুলো থেকে ৩০ মিলিয়ন ডলার সহায়তা পাচ্ছে → বাংলাদেশ
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫৩তম সমাবর্তনে 'ডক্টর অব লজ' ডিগ্রি পেলেন → সমাবর্তন বক্তা নোবেল বিজয়ী ফরাসি অর্থনীতিবিদ– ড. জ্যঁ তিরোল
- বর্তমানে বাংলাদেশ জাতিসংঘের তিনটি অঙ্গ সংস্থা → UNDP, UNFPA, UNOPS-এর নির্বাহী বোর্ডের সদস্য নির্বাচিত হয়েছে
- অপারেশন রুট আউট → উখিয়া রোহিঙ্গা ক্যাম্প নিরাপদ রাখতে বিশেষ অভিযান
- G2G-এর উদ্যোগে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করেছে → চীন, ভারত ও জাপান
- সম্প্রতি বাংলাদেশের যে দ্বীপকে বাংলাদেশের সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকা ঘোষণা করা হয়েছে? → সেন্ট মার্টিন
- বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. আব্দুল হামিদ সেনানিবাস → মিঠামইন, কিশোরগঞ্জ
- সম্প্রতি নাসার গবেষণা পদে নিয়োগ পেয়েছেন → বাংলাদেশের নরসিংদী জেলার কৃতী সন্তান ইমরান
- বিবিসি বাংলা নিউজ বন্ধ হয় → ৩১ ডিসেম্বর ২০২২
- ঢাকায় আর্জেন্টিনার দূতাবাস চালু হয় → ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৩
- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় সাকার মাছকে নিষিদ্ধ করে → ২০২৩ সালে
- দেশের প্রথম পাতাল রেলপথ 'এমআরটি লাইন-১' এর নির্মাণকাজ উদ্বোধন করা হয় → ২ ফেব্রুয়ারি ২০২৩
- বর্তমানে দেশের বৃহৎ বিদ্যুৎ কেন্দ্র → পায়রা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সফলতার কারণে বাংলাদেশকে 'মডেল' হিসেবে চিহ্নিত করেছে → জাতিসংঘ
- বাংলা একাডেমি প্রবর্তিত 'কবি জসীমউদ্দীন সাহিত্য পুরস্কার ২০২৩'-এ ভূষিত হয়েছেন → কবি মোহাম্মদ রফিক

২০২৪ সালের গণঅভ্যুত্থান সংশ্লিষ্ট কয়েকটি শব্দ

- **বাংলা ব্লকেড :** ৭-১২ জুলাই ২০২৪ সারাদেশে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের ক্লাস পরীক্ষা বর্জন এবং শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট অবরোধ করাকে 'বাংলা ব্লকেড' নাম দেওয়া হয়।
- **কমপ্লিট শাটডাউন :** কমপ্লিট শাটডাউন বলতে সর্বাত্মক অবরোধকে বুঝানো হয়। এ কর্মসূচি চলাকালে শুধু হাসপাতাল ও জরুরী সেবা ছাড়া কোন প্রতিষ্ঠান খোলা থাকে না। এম্বুলেন্স ছাড়া কোন গাড়ি চলাচল করে না। ১৮ থেকে ২২ জুলাই ২০২৪ এ কর্মসূচি পালন করে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন।
- **ডিজিটাল ক্র্যাকডাউন :** ইন্টারনেট বন্ধ করে বা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম বন্ধ করে দিয়ে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর কণ্ঠস্বর, আচরণ ইত্যাদি সীমাবদ্ধ করার কঠোর পদক্ষেপ ডিজিটাল ক্র্যাকাডাউন বলে। এটি পুরোপুরি মানবাধিকারের লঙ্ঘন।
- **৩৬ শে জুলাই :** ৩৬ জুলাই একটি আপেক্ষিক বা রূপক শব্দ যা মূলত ২০২৪ সালের ৫ আগস্টকে নির্দেশ করে। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনকারীরা দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত জুলাই মাস করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ৫ আগস্ট বা ৩৬ জুলাই শেখ হাসিনার পদত্যাগের মাধ্যমে ক্ষমতা ছাড়েন। আন্দোলনকারীরা এই দিবসকে দ্বিতীয় স্বাধীনতা অর্জনের সাথে তুলনা করে।
- **মার্চ টু ঢাকা :** ৬ আগস্ট বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতারা সারাদেশের ছাত্র, নাগরিক এবং শ্রমিকদের ঢাকায় আসার আহ্বান জানান। যাকে বলা হয় মার্চ টু ঢাকা। তবে আরেক ঘোষণায় এ কর্মসূচি ৫ আগস্ট নিয়ে আসা হয়। এ আন্দোলনের মুখে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে দেশত্যাগ করেন শেখ হাসিনা।
- **জেনারেশন জেড (Gen-Z) :** ১৯৯৭ থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত জন্ম নেওয়া প্রজন্মই 'জেনারেশন জেড' বা জেন-জি। এদের বয়স ১২-২৭। অক্সফোর্ড ডিকশানারি অনুযায়ী জেন-জি হলো 'Those who are born from 2000 - now are regarded as being familiar with the internet'. ২০২৪ সালে বাংলাদেশের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে জেন-জি শব্দটি খুব বেশি ব্যবহার হচ্ছে। জেন-জি প্রজন্ম বড় হয়েছে ইন্টারনেট ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের যুগে। ফোর্বসের প্রতিবেদন অনুযায়ী জেন-জি প্রজন্মের ৩৮ শতাংশ দেশ বিদেশে ঘোরার সুযোগ খোঁজেন ৭৫% অনলাইনে গেমিং করতে পছন্দ করেন।

বাংলাদেশের খেলাধুলা

- নারী সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ ফুটবল ২০২৪ ৭ম আসরে বিজয়ী → বাংলাদেশ, নেপালের বিপক্ষে জয় লাভ করে। এটি বাংলাদেশ নারী ফুটবল দলের টানা ২য় বারের জয়।
- টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ৯ম আসর শুরু হয় → ১ থেকে ২৯ জুন, যুক্তরাষ্ট্র ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ
- ৯ম টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট বিশ্বকাপ, ২০২৪ বাংলাদেশের হয়ে সর্বোচ্চ রান → তাওহীদ হৃদয় (১৫৩ রান) এবং সর্বোচ্চ উইকেট রিশাদ হোসেন (১৪ উইকেট)।
- এই বিশ্বকাপে উদ্বোধনী ম্যাচসহ আম্পায়ারের দায়িত্ব পালন করেছেন → শরফুদ্দৌলা ইবনে শহীদ
- ২০২৪ সালে পাকিস্তান টেস্ট সিরিজে ২-০ ব্যবধানে (হোয়াইট ওয়াশ) ঐতিহাসিক জয় অর্জন করে বাংলাদেশ
- বাংলাদেশের জাতীয় খেলা → কাবাডি (হা-ডু-ডু)
- হা-ডু-ডুকে কাবাডি নামকরণ করা হয় এবং জাতীয় খেলা স্বীকৃতি দেওয়া হয় → ১৯৭২ সালে
- টেস্ট ক্রিকেটে অভিষেক → ২৬ জুন ২০০০ (১০ম সদস্য হিসেবে, ভারতের বিপক্ষে)
- প্রথম টেস্ট অধিনায়ক → নাইমুর রহমান দুর্জয়
- দেশে প্রথম টেস্ট সিরিজ জয় → ২০০৫ (জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে)
- বিদেশে প্রথম টেস্ট সিরিজ জয় → ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে
- টেস্ট ক্রিকেটে বাংলাদেশের পক্ষে কে ৩টি ডাবল সেঞ্চুরি করেন? → মুশফিকুর রহিম
- ওয়ানডে ক্রিকেটে ODI, Status লাভ → ১৫ জুন ১৯৯৭
- বাংলাদেশের প্রথম ও একমাত্র টি-২০ সেঞ্চুরিয়ান → তামিম ইকবাল
- এশিয়া কাপ ক্রিকেটে সবচেয়ে বেশি চ্যাম্পিয়ন → ভারত (৭ বার)
- বাংলাদেশ ফিফার সদস্যপদ লাভ করে → ১৯৭৪ সালে
- বাংলাদেশ প্রথম বিশ্বকাপ ফুটবলের বাছাইপর্বে অংশগ্রহণ করে → ১৯৮৬
- স্বাধীন বাংলা ফুটবল দলের অধিনায়ক ছিলেন → জাকারিয়া পিন্টু
- প্রথম বাংলাদেশি গ্র্যান্ড মাস্টার → নিয়াজ মোর্শেদ (১৯৮৭ সালে)
- বাংলাদেশের একমাত্র আন্তর্জাতিক মহিলা দাবাড়ু → রানী হামিদ
- প্রথম Olympic-এ অংশগ্রহণ → ১৯৮৪ সালে, ২৩তম লস এঞ্জেলস আসরে। এখন পর্যন্ত ৫৪জন বাংলাদেশী ক্রীড়াবিদ অলিম্পিক গেমসে দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেছেন।
- বাংলাদেশ প্রথম অলিম্পিকে অংশগ্রহণ করে → লস এঞ্জেলসে
- বাংলাদেশ বিশ্ব অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যপদ লাভ করে → ১৯৮০
- বাংলাদেশ প্রথম Commonwealth খেলে → ১৯৭৮ সালে
- ব্রেজন দাস ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করেছে প্রথম → ১৯৫৮ সালে (মোট → ৫ বার)
- বাংলাদেশের জাতীয় ক্রীড়া প্রতিষ্ঠান (বিকেএসপি) অবস্থিত → সাভারের জিরানীতে (১৪ এপ্রিল ১৯৮৬ সালে প্রতিষ্ঠিত)
- 'বৌ চি' → একটি খেলার নাম
- 'মা ও মনি'→ ক্রীড়া প্রতিযোগিতার নাম
- শহীদ চান্দু স্টেডিয়াম → বগুড়ায়
- 'কোয়াব' হলো → বাংলাদেশের সাবেক ক্রিকেট খেলোয়াড়দের পুনর্বাসন ও কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান

বাংলাদেশের সমুদ্রজয়

- ITLOS (International Tribunal for The Law of the Sea) বা সমুদ্রবিষয়ক আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনাল বাংলাদেশ-মিয়ানমার সমুদ্রসীমা বিরোধ মামলার রায় দেন → ২০১২ সালের ১৪ মার্চ
- PCA (Permanent Court of Arbitrtion) বা স্থায়ী সালিশি আদালত বাংলাদেশ-ভারত সমুদ্রসীমা বিরোধ মামলার রায় দেন– ২০১৪ সালের ৭ জুলাই
- এই দুই রায়ের ফলে বাংলাদেশ মোট ১ লাখ ১৮ হাজার ৮১৩ বর্গকিলোমিটারের টেরিটোরিয়াল সমুদ্র, ২০০ নটিক্যাল মাইল একচ্ছত্র অঞ্চল এবং চট্টগ্রাম উপকূল থেকে ৩৫৪ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত মহীসোপানের তলদেশে অবস্থিত সব ধরনের প্রাণিজ ও অপ্রাণিজ সম্পদের ওপর সার্বভৌম অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

এভারেস্টের চূড়ায় বাংলাদেশ

- ৬ষ্ঠ এভারেস্ট বিজয়ী বাংলাদেশি → বাবর আলী (চিকিৎসক), চট্টগ্রাম। ১৯ মে, ২০২৪ সকালে ৮:৩০ টায় তিনি এভারেস্ট চূড়ায় বাংলাদেশের পতাকা উড়ান।
- প্রথম এভারেস্ট বিজয়ী বাংলাদেশি → মুসা ইব্রাহিম (লালমনিরহাট) ২৩ মে ২০১০
- এভারেস্টজয়ী প্রথম বাংলাদেশি নারী → নিশাত মজুমদার (লক্ষ্মীপুর) ১৯ মে ২০১২
- বাংলাদেশি হয়ে দুইবার (দুই পথে) এভারেস্ট জয় করেন → এমএ মুহিত (ভোলা) [তিনি দ্বিতীয় বাংলাদেশি এবং পঞ্চম বাঙালি হিসেবে দুবার এভারেস্টশৃঙ্গ জয় করেছেন।]
- প্রথম বাংলাদেশি পর্বতারোহী হিসেবে সাত মহাদেশের সাতটি সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ জয় (সেভেন সামিট) করেছেন → ওয়াসফিয়া নাজরীন
- বাংলাদেশি হিসেবে এভারেস্ট জয়ী → মোট ছয়জন [মুসা ইব্রাহিম (২০১০), এমএ মুহিত (২০১১), নিশাত মজুমদার (২০১২), ওয়াসফিয়া নাজরীন (২০১৩), মো. খালেদ হোসাইন (২০১৩) ও বাবর আলী (২০২৪)]। মো. খালেদ হোসাইন (সজল খালেদ) পর্বত জয় করে ফেরার পথে মারা যান

আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশ

- বাংলাদেশ প্রথম যে আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্যপদ লাভ করে → কমনওয়েলথ (১৮ এপ্রিল ১৯৭২) ৩৪তম দেশ হিসেবে
- বাংলাদেশ জাতিসংঘের স্থায়ী পর্যবেক্ষক হয় → ১৯৭৩ সালে। অবশেষে বাংলাদেশ আনুষ্ঠানিকভাবে ১৯৭৪ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর ২৯তম অধিবেশনে ১৩৬তম সদস্য হিসেবে জাতিসংঘে যোগদান করে
- ২০২৪ সালে জাতিসংঘে বাংলাদেশের সদস্যপদ লাভের → ৫০ বছর বা সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপিত হয়।
- জাতিসংঘে নিযুক্ত বর্তমানে বাংলাদেশের সপ্তদশ স্থায়ী প্রতিনিধি সালাহউদ্দিন নোমান চৌধুরী
- বাংলাদেশ জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সহ-সভাপতি নির্বাচিত হয় → ১৯৭৫ সালে
- বাংলাদেশ জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে সভাপতিত্ব করেন → হুমায়ন রশিদ চৌধুরী (১৯৮৬ সালে, ৪১তম অধিবেশনে)
- বাংলাদেশ এ পর্যন্ত নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য হয় → ২ বার (১৯৭৯-৮০, ১৯৯৯-২০০০)
- বাংলাদেশ নিরাপত্তা পরিষদে সভাপতিত্ব করে → ২ বার (২০০০ সালের মার্চ মাস ও ২০০১ সালের জুন মাসে)
- বাংলাদেশ ১৯৮৮ সালে ইরাক-ইরানের UNIIMOG শান্তিরক্ষী মিশনে প্রথম সৈন্য প্রেরণ করে → ১৫ জন
- ১৯৭৩ সালে ন্যামের সদস্য পদ লাভ করলে বঙ্গবন্ধু ৪র্থ ন্যাম সম্মেলনে যোগদান করতে যানে → আলজেরিয়ার রাজধানী আলজিয়ার্সে
- বাংলাদেশ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার যে অর্থনৈতিক জোটের সদস্যপদ লাভে আগ্রহী → ASEAN
- আন্তর্জাতিক সংস্থার সদর দপ্তর বাংলাদেশে অবস্থিত → BIMSTEC, CIRDAP, Icddr'b, সার্ক আবহাওয়া গবেষণা কেন্দ্র, সার্ক কৃষি তথ্য কেন্দ্র, আন্তর্জাতিক পাট গবেষণা কেন্দ্র
- বাংলাদেশের সাথে বাণিজ্য সম্পর্ক আছে কিন্তু কূটনৈতিক সম্পর্ক নেই → তাইওয়ান
- বাংলাদেশ CTBT সনদে স্বাক্ষর করে → ১৯৯৬ সালে, সনদ কার্যকর করে ২০০০ সালে (১২৯তম দেশ হিসেবে)
- বাংলাদেশে সফরকারী জাতিসংঘ মহাসচিব → ৫ জন
  [কুর্ট ওয়াল্ড হেইম (১৯৭৩), পেরেজ দ্য কুয়েলার (১৯৮৯), কফি আনান (২০০১) এবং বান কি মুন (২০০৮, ২০১১) এন্তেনিও গুতেরেস (২০১৮)]
- জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিলে আগামী তিন বছরের জন্য সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে বাংলাদেশ। ২০২৩ সালে শুরু হবে মেয়াদ। সাধারণ পরিষদে গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচনে বাংলাদেশ অর্জন করে ১৬০ ভোট।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ এর অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের দপ্তর বন্টন

বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের উপদেষ্টা ২১ জন, এর মধ্যে নারী উপদেষ্টা ৪ জন।

নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়
ড. মুহাম্মদ ইউনূস	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, সশস্ত্র বাহিনী, খাদ্য মন্ত্রণালয়, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়।
সালেহ উদ্দিন আহমেদ	অর্থ মন্ত্রণালয় এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় ** বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর (৯ম) ছিলেন।*
ড. আসিফ নজরুল	আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আদিলুর রহমান খান	শিল্প মন্ত্রণালয় এবং গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
হাসান আরিফ	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, ভূমি মন্ত্রণালয়
মো. তৌহিদ হোসেন	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান	পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় এবং পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
শারমীন এস মুরশিদ	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বিমেডিয়ার জেনারেল (অব.) ড.এম সাখাওয়াত হোসেন	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়
ড. আ. ফ. ম. খালিদ হোসেন	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
ফরিদা আখতার	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
নুরজাহান বেগম	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
নাহিদ ইসলাম	ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
বিধান রঞ্জন রায়	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
সুপ্রদীপ চাকমা	পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
ফারুক-ই-আজম	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
ওয়াহিদ উদ্দিন মাহমুদ	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয় ** ১৯৯৬ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অর্থ ও পরিকল্পনা দায়িত্বে ছিলেন।*
আলী ইমাম মজুমদার	প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে সংযুক্ত ** TIB এর ট্রাস্টি বোর্ডের মহাসচিব।*
মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান	বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় এবং রেলপথ মন্ত্রণালয়
লে. জে. জাহাঙ্গীর আলম	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং কৃষি মন্ত্রণালয়

[৩১ আগস্ট, ২০২৪ পর্যন্ত আপডেট]

জুলাই বিপ্লব পরবর্তী রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি পদের পরিবর্তন

প্রধান বিচারপতি → সৈয়দ রেফাত আহমেদ। তিনি দেশের ২৫তম প্রধান বিচারপতি

অ্যাটর্নি জেনারেল → মো. আসাদুজ্জামান (১৭তম)

বাংলাদেশ ব্যাংকের গর্ভর্নর → আহসান এইচ মনসুর (১৩তম)

বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বসিবি) নতুন সভাপতি → ফারুক আহমেদ

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের (বিএসইসি) নতুন চেয়ারম্যান → খন্দকার রাশেদ মাকসুদ

বিশিষ্ট রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব

শেখ মুজিবুর রহমান

- **জন্ম :** ১৭ মার্চ, ১৯২০ (বুধবার)।
- **জেলা :** ফরিদপুর, মহকুমা : গোপালগঞ্জ
- ১৯৩৮ সালে গোপালগঞ্জ যান (কৃষি মেলা উদ্বোধনে) মুখ্যমন্ত্রী শেরেবাংলা একে ফজলুল হক ও শ্রম, বাণিজ্য ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী।
- ১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারি ফজলুল হক মিলনায়তনে নাজমুল করিমের সভাপতিত্বে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ প্রতিষ্ঠা করেন।
- ১৯৫৪ সালের ১৪ মে বঙ্গবন্ধু যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভায় কৃষি, ঋণ, সমবায় ও পল্লী উন্নয়নবিষয়ক এবং সর্বকনিষ্ঠ মন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন।
- ১৯৬৬ সালের ৫ ও ৬ ফেব্রুয়ারি লাহোরে বিরোধী দলগুলোর জাতীয় সম্মেলনে চৌধুরী মোহাম্মদ আলীর বাসভবনে ঐতিহাসিক ৬ দফা পেশ করেন।
- ১৯৬৬ সালের ১ মার্চ দলের সভাপতি নির্বাচিত হন।
- ১৯৭০-এর নির্বাচনে নিরঙ্কুশ বিজয় অর্থাৎ ১৬৯ আসনের মধ্যে ১৬৭ আসন লাভ করেন।
- ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু তৎকালীন রেসকোর্স (সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) ময়দানে এক ঐতিহাসিক ভাষণে ঘোষণা করেন → **"এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।"**
- ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল প্রবাসী সরকারের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন।
- ১৯৭২ সালের স্বাধীন বাংলাদেশের ১২ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন।
- ১৯৭৩ সালের ৭ মার্চ নতুন সংবিধানের আওতায় বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে জাতির জনকের নেতৃত্বে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ৩০০ আসনের মধ্যে ২৯৩টি আসনে বিজয়ী হয়।
- ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি পুনরায় রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ নেন।
- ১৯৭৫ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রপতি এক ডিক্রির মাধ্যমে সমস্ত রাজনৈতিক দলের সম্মেলনে "বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল)" নামে একটি নতুন একক রাজনৈতিক দল গঠন করেন।
- ১৫ আগস্ট ১৯৭৫ ভোর ৫টা ১৫ মিনিটে ধানমন্ডি ৩২ নম্বর আক্রমণ করা হয় এবং শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা করা হয়।

জিয়াউর রহমান

বিবিসির জরিপে শ্রোতাদের ভোটে শ্রেষ্ঠ বাঙালির তালিকায় ১৯তম স্থানলাভ করেন বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান। সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের জন্ম ১৯৩৬ সালের ১৯ জানুয়ারি বগুড়া জেলার গাবতলী উপজেলায় বাগবাড়ি গ্রামে। মুক্তিযুদ্ধের সময় জিয়াউর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণাটি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে পাঠ করেন। জিয়াউর রহমান প্রথমে সেক্টর কমান্ডার এবং পরে জেড ফোর্সের কমান্ডার হিসেবে স্বাধীনতাযুদ্ধ করেন। মুক্তিযুদ্ধে অসামান্য বীরত্ব ও নেতৃত্বের কারণে তিনি পেয়েছেন বীর উত্তম খেতাব। তার খেতাবের সনদ নম্বর ৩। ১৯৭৬ সালে এক বেতার ভাষণে জিয়াউর রহমান নিজেকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ঘোষণা করেন। পরে ১৯৭৭ সালে তিনি বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি হন। ১৯৮১ সালের ৩০ মে চট্টগ্রামে এক ব্যর্থ সামরিক অভ্যুত্থানে জিয়াউর রহমান নিহত হন।

শেরে বাংলা একে ফজলুল হক : ২৬ অক্টোবর, ১৮৭৩ সালে বরিশাল জেলার রাজাপুর থানার সাতুরিয়া গ্রামে মামার বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। ২৭ এপ্রিল ১৯৬২ শুক্রবার সকালে এই মহান নেতা ৮৬ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন।

হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী : 'গণতন্ত্রের মানসপুত্র' নামে খ্যাত হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ভারতের পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলায় ৮ সেপ্টেম্বর, ১৮৮২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। লেবাননের রাজধানী বৈরুতে অবস্থানকালে ৫ ডিসেম্বর, ১৯৬৩ সালে হার্টঅ্যাটাকে মৃত্যুবরণ করেন।

মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী : ১২ ডিসেম্বর, ১৮৮০ সালে সিরাজগঞ্জ জেলার ধানপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৫৪ সালে নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট গঠনকারী প্রধান নেতাদের মধ্যে তিনি অন্যতম। ১৯৫৭ সালে টাঙ্গাইলে 'কাগমারী সম্মেলনে' তিনি পাকিস্তানের পশ্চিমা শাসকদের 'আসসালামু আলাইকুম' বলে সর্বপ্রথম পূর্ব পাকিস্তানের বিচ্ছিন্নতার ঐতিহাসিক ঘন্টা বাজিয়েছিলেন। তিনি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা। মওলানা ভাসানী ১৭ নভেম্বর ১৯৭৬ মৃত্যুবরণ করেন। তাকে টাঙ্গাইলের সন্তোষে সমাহিত করা হয়।

জেনারেল এমএজি ওসমানী : জন্ম ১৯১৮ সালের ১ সেপ্টেম্বর সুনামগঞ্জে। তাঁর পৈতৃক বাড়ি সিলেট জেলার বালাগঞ্জ থানার (বর্তমানে ওসমানীনগর থানা) দয়ামীরে। ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল গঠিত মুজিবনগর সরকারের প্রধান সেনাপতি ছিলেন ওসমানী। ওসমানীর নির্দেশনা অনুযায়ী ১১ এপ্রিল সমগ্র বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টরে ভাগ করা হয়। ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসার্থে লন্ডন থাকাকালীন ১৯৮৪ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি এমএজি ওসমানী মৃত্যুবরণ করেন। তাঁকে পূর্ণ সামরিক মর্যাদায় সিলেটে সমাহিত করা হয়।

বিশিষ্ট সমাজসেবক ও সংস্কারক ব্যক্তিত্ব

রাজা রামমোহন রায় : বাংলার নবজাগরণের স্রষ্টা ভারতের প্রথম আধুনিক পুরুষ ছিলেন রাজা রামমোহন রায়। ১৭৭৪ খ্রি. হুগলি জেলার রাধানগর গ্রামে তাঁর জন্ম। আধুনিক ভারতের রূপকার। তিনি হিন্দু সমাজের সতীদাহ, বাল্যবিবাহ, কৌলিন্য প্রথা, মূর্তিপূজা ও অন্যান্য কুসংস্কার দূর করতে প্রচেষ্টা চালান। এছাড়া তিনি সব কুসংস্কার দূর করে আদি একেশ্বরবাদের ভিত্তিতে হিন্দুধর্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট হন। হিন্দুধর্মের সংস্কার তথা নিজ ধর্মীয় মতবাদ প্রচারের উদ্দেশ্যে আত্মীয় সভা নামে একটি সমিতি গঠন করেন। ১৮২৮ খ্রি. তিনি ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৩৩ খ্রি. রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যু হয়।

ডিরোজিও ও ইয়াং বেঙ্গল মুভমেন্ট : হেনরি লুই ডিরোজিও ১৮০৯ খ্রি. ১৮ এপ্রিল কলকাতা শহরে জন্মগ্রহণ করেন। ইয়াং বেঙ্গল আন্দোলনের প্রবক্তা। ইয়াং বেঙ্গল আন্দোলনের সদস্যরা এ দেশবাসীকে বারবার এ কথাই বোঝাতে চেয়েছে যে, তারা ব্রিটিশ কর্তৃক শাসিত ও শোষিত হচ্ছে। ১৮৩০ খ্রি. ডিরোজিওর অনুপ্রেরণায় হিন্দু কলেজের ছাত্ররা 'পার্থেনন' নামে একটি ইংরেজি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করে।

হাজি মুহম্মদ মহসীন : ১৭৩২ খ্রি. পশ্চিমবঙ্গের হুগলিতে জন্মগ্রহণ করেন। মহসীন ফান্ডের বৃত্তির অর্থে হাজার হাজার মুসলমান তরুণ উচ্চশিক্ষা লাভের সুযোগ পায়। ১৮১২ খ্রি. ২৯ নভেম্বর হুগলিতে পরলোকগমন করেন তিনি।

নওয়াব আবদুল লতিফ : ১৮২৮ খ্রি. ফরিদপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মুসলমানদের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তাদের কল্যাণের জন্য প্রচেষ্টা চালান। উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব হচ্ছে ১৮৬৩ খ্রি. কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত মোহামেডান লিটারারি সোসাইটি বা মুসলিম সাহিত্য-সমাজ।

সৈয়দ আমীর আলী : উনিশ শতকের শেষার্ধে বাংলার মুসলমান সমাজের নবজাগরণের যিনি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন তিনি হলেন সৈয়দ আমীর আলী। ১৮৪৯ খ্রি. হুগলির এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বিখ্যাত দুটি গ্রন্থ 'The Spirit of Islam' এবং 'A Short History of the Saracens'-এ ইসলাম ধর্মের বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা ও ইসলামের অতীত গৌরবের কথা তুলে ধরা হয়েছে।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর : জন্ম ১৮২০ খ্রি. মেদেনীপুর জেলায়। তাঁকে বাংলা গদ্যসাহিত্যের জনক বলা হয়। তাঁর নিরলস প্রচেষ্টার কারণে ১৮৫৬ খ্রি. গভর্নর জেনারেলের সম্মতিক্রমে বিধবা বিবাহ আইন পাস হয়। ১৮৯১ খ্রি. ২৯ জুলাই ৭১ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন।

বেগম রোকেয়া : ১৮৮০ খ্রি. রংপুর জেলার মিঠাপুকুর উপজেলার পায়রাবন্দ গ্রামে জন্ম। তিনি সমাজের কুসংস্কার, নারী সমাজের অবহেলা-বঞ্চনার করুণ চিত্র নিজ চোখে দেখেছেন। তাঁর 'অবরোধ বাসিনী', 'পদ্মরাগ', 'মতিচুর', 'সুলতানার স্বপ্ন' প্রভৃতি গ্রন্থে সে চিত্র ফুটে উঠেছে। ১৯১১ খ্রি. তিনি কলকাতায় সাখাওয়াত মেমোরিয়াল উর্দু প্রাইমারি স্কুল স্থাপন করেন। ১৯৩২ খ্রি. এ মহীয়সী নারী কলকাতায় মৃত্যুবরণ করেন।

বিশিষ্ট গুণী ব্যক্তিত্ব

ড. মুহাম্মদ ইউনূস

অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস বাংলাদেশী নোবেল পুরস্কার বিজয়ী ব্যাংকার ও অর্থনীতিবিদ। তিনি এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত গ্রামীণ ব্যাংক যৌথভাবে ২০০৬ সালে সামাজিক ও আর্থিক উন্নয়নের জন্য শান্তিতে নোবেল পুরস্কার লাভ করে। ২০২৪ সালের ৮ আগস্ট তিনি বাংলাদেশের অন্তবর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। 'সাহায্য নয় সহযোগিতা করা' এই মূলমন্ত্রে ড. মুহাম্মদ ইউনূস গ্রামীণ মানুষদের অণুপ্রাণিত করেছিলেন। 'সামাজিক ব্যবসা' ধারণার প্রবর্তক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সার্বজনীন দারিদ্র্যমুক্তি, কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা, শূন্য কার্বন নিঃসরণ (থ্রি জিরো) বাস্তবায়নের প্রাথমিক উদ্যোগ ছিল গ্রামীণ ব্যাংক প্রকল্প। ১৯৮৩ সালে গ্রামীণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। গ্রামীন ব্যাংক সাধারণত ভূমিহীন ও বিত্তহীনদের ঋণ দেয়। যারা ঋণ নেয় তারাই ১০০ টাকার শেয়ার কিনে মালিকানা পায়। ফলে এটাকে সদস্যদের মালিকানার ব্যাংকও বলা হয়। বর্তমানে গ্রামীণ ব্যাংকের আদলে বিশ্বের ৯৭টি দেশে এর কার্যক্রম চলছে। তাঁর উল্লেখযোগ্য বই 'থ্রি ফার্মার্স অফ জোবরা', 'বিল্ডিং সোশ্যাল বিসনেস'। তাঁর আন্তর্জাতিক সম্মাননার মধ্যে রয়েছে ১৯৮৪ সালে র‍্যামন ম্যাগসেসে পুরস্কার, ১৯৯৮ সালে গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে ইন্দিরা গান্ধী শান্তি পুরস্কার, ২০০৬ সালে তার অর্থনৈতিক কাজের জন্য নোবেল শান্তি পুরস্কার, ২০২১ সালে ইউনুস ক্রীড়া উন্নয়নের জন্য 'অলিম্পিক লরেল' পুরস্কার।

সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান : বাংলাদেশের বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় এবং পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় উপদেষ্টা। তিনি বাংলাদেশ পরিবেশ আইনবিদ সমিতির (বেলা) প্রধান নির্বাহী। ২০০৯ সালে তিনি বাংলাদেশ সরকারের বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের "পরিবেশ পুরস্কার" এবং প্রথম বাংলাদেশী হিসেবে গোল্ডম্যান পরিবে পুরস্কারে ভূষিত হন। ২০০৯ সালে তিনি টাইম সাময়িকীর "হিরোজ অব এনভায়রনমেন্ট" খেতাব লাভ করেন। ২০১২ সালে তিনি ফিলিপাইনভিত্তিক 'র‍্যামন ম্যাগসেসে' পুরস্কারে ভূষিত হন।

অমর্ত্য সেন : জন্ম ৩ নভেম্বর ১৯৩৩। পৈতৃক নিবাস বাংলাদেশের মানিকগঞ্জ জেলায়। ১৯৯৮ সালে তিনি অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'Poverty and Famine' এবং 'The Idea of Justice'।

স্যার ফজলে হাসান আবেদ : ফজলে হাসান আবেদ বিশ্বর সর্ববৃহৎ এনজিও ব্র্যাকের প্রতিষ্ঠাতা এবং চেয়ার এডিরেটাস ছিলেন। জন্ম ২৭ এপ্রিল ১৯৩৬ (হবিগঞ্জ)। মৃত্যু ঢাকা, ২০ ডিসেম্বর ২০১৯।

নবাব সলিমুল্লাহ : ১৮৭১ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকার বিখ্যাত নবাব পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা খাজা আহসানউল্লাহ। ১৯০৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর তাঁর নেতৃত্বে 'মুসলিম লীগ' এর জন্ম হয়। কলকাতার প্রভাবশালী হিন্দুদের তীব্র বিরোধিতা থাকা সত্ত্বেও তাঁর প্রচেষ্টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তিনি জমি দান করেন। ১৯১৫ সালে তিনি ইন্তেকাল করেন।

জহির রায়হান : ১৯৩৫ সালে ফেনী জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর আসল নাম মোহাম্মদ জহিরুল্লাহ। হাজার বছর ধরে, বরফ গলা নদী, শেষ বিকেলের মেয়ে, আরেক ফাল্গুন ইত্যাদি তার উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। আরেক ফাল্গুন উপন্যাসের বিখ্যাত উক্তি, 'আসছে ফাগুনে আমরা দ্বিগুণ হবো'। তিনি 'Let There Be Light' নামে একটি ইংরেজি ছবি নির্মাণ শুরু করেন। তার অন্যান্য চলচ্চিত্র- সোনার কাজল, কাচের দেওয়াল, সঙ্গম, বাহানা, বেহুলা, আনোয়ারা, দুই ভাই, কুচবরণ কন্যা, জুলেখা, সুয়োরাণী-দুয়োরাণী, সংসার, জীবন থেকে নেয়া, লেট দেওয়ার বি লাইট, জলতে সুরজ কে নিচে। ডকুমেন্টারি চলচ্চিত্র : স্টপ জেনোসাইড (১৯৭১), এ স্টেট ইজ বর্ন (১৯৭১), চিলড্রেন অব বাংলাদেশ (১৯৭১)। স্বাধীনতাযুদ্ধে বাংলাদেশের বিজয় লাভের অল্পকাল পরেই ১৯৭২ সালের ৩০ জানুয়ারি তিনি নিখোঁজ ও শহিদ হন। তাঁর লাশ পাওয়া যায়নি।

হজরত শাহজালাল : প্রখ্যাত দরবেশ ও ইসলাম প্রচারক। তিনি ১২৭১ সালে ইয়েমেনে (মতান্তরে তুরস্কে) জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ৩৬০ শিষ্যসহ সুলতান শামসুদ্দিন ফিরোজের শাসনামলে বাংলাদেশে আসেন। তখন সিলেটের রাজা ছিলেন গৌর গোবিন্দ। শাহজালাল গৌর গোবিন্দকে পরাজিত করে সিলেটে আজান ধ্বনি দিয়েছিলেন। তিনি মৃত্যু পর্যন্ত সিলেটে অবস্থান করেন।

খানজাহান আলী : একজন মুসলিম ধর্মপ্রচারক এবং বাগেরহাটের একজন স্থানীয় শাসক। বাগেরহাট জেলায় অবস্থিত বিখ্যাত 'ষাটগম্বুজ মসজিদ' নির্মাণ করেন। মসজিদের নাম ষাটগম্বুজ হলেও গম্বুজের সংখ্যা মোট ৮১টি।

জাহানারা ইমাম : জাহানারা ইমাম ১৯২৯ সালের ৩ মে মুর্শিদাবাদে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে তাঁর প্রথম সন্তান রুমী যোগদান করেন। রুমী ও তাঁর সহযোদ্ধাদের বিভিন্ন অপারেশনে জাহানারা ইমাম সহযোগিতা করেন। মুক্তিযুদ্ধের ওপর স্মৃতিচারণমূলক তাঁর অসাধারণ গ্রন্থ 'একাত্তরের দিনগুলি' সর্বত্র সমাদৃত। তাঁর অন্যান্য গ্রন্থ হলো- গজকচ্ছপ, সাতটি তারার ঝিকিমিকি, ক্যানসারের সঙ্গে বসবাস, প্রবাসের দিনগুলি ইত্যাদি। সাহিত্যকর্মে অবদানের জন্য তিনি বাংলা একাডেমি পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৯৪ সালে এমহীয়সী নারী পরলোকগমন করেন।

ফজলুর রহমান খান : ১৯২৯ সালে মাদারীপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। সিয়ার্স টাওয়ার এর নকশা তৈরি করেন ফজলুর রহমান খান।

নূরজাহান বেগম : ভারতীয় উপমহাদেশের প্রথম নারী সাপ্তাহিক 'বেগম' পত্রিকার সম্পাদক ('বেগম' পত্রিকাটির প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদিকা ছিলেন বেগম সুফিয়া কামাল)। বাবা মোহাম্মদ নাসিরুদ্দিন (সওগাত পত্রিকার সম্পাদক) ও বিশিষ্ট সাহিত্যিক রোকনুজ্জামান খানের (দাদাভাই) পত্নী।

ব্রজেন দাস : প্রথম বাঙালি হিসেবে ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম ১৯৫৮ সালে।

অতীশ দীপঙ্কর : বাংলাদেশের মুন্সীগঞ্জ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। বাসস্থান 'নাস্তিক পণ্ডিতের ভিটা' নামে পরিচিতি। তিনি পাল সাম্রাজ্যের আমলে একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু এবং বৌদ্ধধর্ম প্রচারক ছিলেন।

অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামান : জন্ম ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৭ সালে। শিক্ষা ও সাহিত্যে অবদানের জন্য এই অধ্যাপক একাধিক পুরস্কার লাভ করেছেন। মৃত্যু ১৪ মে ২০২০।

বিশিষ্ট খ্যাতিমান শিল্পি/সংগীতজ্ঞ

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন : জন্ম ২৯ ডিসেম্বর, ১৯১৪ কিশোরগঞ্জ। জয়নুল আবেদিন লোকশিল্প জাদুঘর (সোনারগাঁও) এবং ঢাকা আর্ট ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করেন ১৯৪৮ সালে (বর্তমান নাম → চারুকলা ইনস্টিটিউট)। 'শিল্পাচার্য' নামে পরিচিত। তিনি মূলত ১৯৪৩ খ্রিষ্টাব্দে বাংলার ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের (পঞ্চাশের মন্বন্তর) ছবি একে খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর বিখ্যাত চিত্রকর্মের মধ্যে রয়েছে 'সংগ্রাম', 'বিদ্রোহী গরু', 'সাঁওতাল রমণী', 'গাঁয়ের বধূ', 'মনপুরা-৭০', 'ম্যাডোনা-৪৩', 'মইটানা', 'নবান্ন' প্রভৃতি। ১৯৯৬ সালে ৬ অক্টোবর সোনারগাঁও লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের নাম পরিবর্তন করে 'শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন জাদুঘর' নামকরণ করা হয়েছে।

শিল্পী হাশেম খান : ১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দে চাঁদপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। এশিয়া ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে চিত্রকলা বিষয়ে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর ও ঢাকা নগর জাদুঘরের তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। ছবি আঁকার পাশাপাশি তিনি সাহিত্যচর্চাও করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য বই- 'ছবি আঁকা ছবি লেখা', 'জয়নুল গল্প', 'গুলিবিদ্ধ ৭১'।

সত্যজিৎ রায় : একজন বিখ্যাত ভারতীয় চলচ্চিত্র নির্মাতা। উপমহাদেশের প্রথম অস্কার বিজয়ী। বাংলা সাহিত্যের জনপ্রিয় চরিত্র ফেলুদা তাঁর অমর সৃষ্টি। তিনি বিখ্যাত সাহিত্যিক সুকুমার রায়ের একমাত্র সন্তান। কলকাতায় জন্মগ্রহণ করলেও তাঁর পৈতৃক নিবাস ছিল বাংলাদেশের কিশোরগঞ্জ জেলা। তাঁর উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্র 'পথের পাঁচালী' চলচ্চিত্রটি লাইফ টাইম অ্যাচিভমেন্ট বিভাগে অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ড (১৯৯২) এবং কান চলচ্চিত্র উৎসবেও পুরস্কার লাভ করে। তাঁর উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্র- 'অপরাজিত', 'অপুর সংসার', 'অশনি সংকেত', 'হীরক রাজার দেশে', 'কাঞ্চনজঙ্ঘা', 'গণশত্রু' (হেনরিক ইবসনের An Enemy of the People অবলম্বনে নির্মিত)।

তারেক মাসুদ: বাংলাদেশের একজন চলচ্চিত্র পরিচালক। তার 'মুক্তির গান' (১৯৯৬) বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ভ্রাম্যমাণ একটি গানের দলের ওপর প্রামাণ্য চিত্র। তাঁর উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্র 'মাটির ময়না'।

কামরুল হাসান : ১৯২১ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার ডিজাইনার। তিনি স্বৈরশাসক এরশাদকে ব্যঙ্গ করে 'দেশ আজ বিশ্ব বেহায়ার খপ্পরে' পোস্টারটির স্কেচ আঁকেন। তিন কন্যা, নাইওর, রায়বেশে নৃত্য তার বিখ্যাত চিত্রকর্ম। ১৯৮৮ খ্রিষ্টাব্দে কামরুল হাসান ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

রনবী : খ্যাতনামা ব্যঙ্গচিত্রশিল্পী ও কার্টুনিস্ট। 'টোকাই' কার্টুন চরিত্রটি তাঁর অনবদ্য সৃষ্টি।

মুস্তাফা মনোয়ার : মুস্তাফা মনোয়ার একজন চিত্রশিল্পী। তার জন্ম ১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দে, ঝিনাইদহ। তার অমর সৃষ্টি শিক্ষামূলক কার্টুন 'মীনা'।

এসএম (শেখ মুহম্মদ) সুলতান : জন্মগ্রহণ করেন ১০ আগস্ট ১৯২৩ নড়াইল। নড়াইলে 'শিশুস্বর্গ ও চারুপীঠ' প্রতিষ্ঠা করেন। সুলতানের উল্লেখযোগ্য চিত্রশিল্প- হত্যাযজ্ঞ, 'প্রথম বৃক্ষরোপণ/ফার্স্ট প্ল্যান্টেশন', চর দখল। স্বাধীনতা পুরস্কার পান ১৯৯৩ সালে। ধানকাটা চিত্রকর্মটির শিল্পী এসএম সুলতান।

মুর্তজা বশীর : চিত্রশিল্পী, লেখক ও ভাষা আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র পুত্র।

শাহাবুদ্দিন আহমেদ : একজন বিখ্যাত চিত্রশিল্পী। মুক্তিযুদ্ধে তিনি প্লাটুন কমান্ডার হিসেবে নেতৃত্ব দেন। চিত্রকলায় অসামান্য অবদানের জন্য ফরাসি সরকার তাঁকে 'Knight in the order of Fine Arts and Humanities' সম্মানে ভূষিত করে।

লালন শাহ্ : মানবতাবাদী মরমি কবি। তিনি সহস্রাধিক গান রচনা করেন। 'কেউ মালা, কেউ তসবি গলায়, তাইতো জাত ভিন্ন বলায়' এ পঙ্‌ক্তিটির লেখক লালন শাহ। লালন শাহ্ ১৭৭২ খ্রিষ্টাব্দে ঝিনাইদহ, মতান্তরে কুষ্টিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৯০ খ্রিষ্টাব্দে কুষ্টিয়ার ছেউরিয়ায় তার মৃত্যু হয়। বাংলাদেশের বিশিষ্ট লালন গীতি গবেষক ড. আশরাফ সিদ্দিকী।

ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ : ১৮৬২ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জন্মগ্রহণ করেন। ভারতীয় উপমহাদেশের রাগসংগীতকে তিনিই সর্বপ্রথম পাশ্চাত্যের শ্রোতাদের নিকট পরিচিত করান। ইংল্যান্ডের রানি তাঁকে 'সুরসম্রাট' খেতাব দেন। আলাউদ্দিন খাঁর বিখ্যাত শিষ্যে পণ্ডিত রবি শংকর। মৃত্যুবরণ করেন ১৯৭২ সালে। সেতার, সানাই এবং রাগ সংগীতের গুরু।

হাসন রাজা : তার অপর নাম অহিদুর রাজা। বিখ্যাত গানের পঙ্‌ক্তি 'লোকে বলে, বলে রে, ঘরবাড়ী ভালা না আমার', 'সোনা বন্ধে আমারে দেওয়ানা বানাইল', 'মাটির পিঞ্জিরার মাঝে বন্দি হইয়ারে'।

আব্দুল আলীম : জন্ম ১৯৩১ সালের ২৭ জুলাই, মুর্শিদাবাদে। ঢাকার প্রথম চলচ্চিত্র 'মুখ ও মুখোশ' এর নেপথ্য কণ্ঠশিল্পী ছিলেন আব্দুল আলীম। তাঁর কিছু অবিস্মরণীয় গান- 'এই যে দুনিয়া কীসেরও লাগিয়া', 'হলুদিয়া পাখি সোনারও বরণ, পাখিটি ছাড়িল কে।'

শাহ আব্দুল করিম : জন্ম ১৯১৬ সালে সুনামগঞ্জে। 'গাড়ি চলে না, চলে না...' 'আগে কি সুন্দর দিন কাটাইতাম'; 'কেমনে ভুলিব আমি বাঁচি না তারে ছাড়া...' প্রভৃতি গানের গীতিকার ও সুরকার শাহ আব্দুল করিম। বাউল সম্রাট মৃত্যুবরণ করেন ২০০৯ সালে।

আজম খান : মুক্তিযোদ্ধা পপ সম্রাট হিসেবে খ্যাত। জন্মগ্রহণ করেন ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৫০ ঢাকায়। ব্যান্ড দলের নাম উচ্চারণ। মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন ২নং সেক্টরে। মৃত্যুবরণ করেন ৫ জুন ২০১১।

বিশিষ্ট বাঙালি বিজ্ঞানী

জগদীশ চন্দ্র বসু : জন্ম ১৮৫৮ সালের ৩০ নভেম্বর ময়মনসিংহে। গাছের জীবন আছে এটি জগদীশ চন্দ্র বসুর আবিষ্কার। ক্রেসকোগ্রাফ যন্ত্র আবিষ্কার করে তিনি এটি প্রমাণ করতে সক্ষম হন। জগদীশ চন্দ্র বসুর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার হচ্ছে মাইক্রোওয়েব রিসিভার ও ট্রান্সমিটারের উন্নয়ন।

সত্যেন্দ্রনাথ বসু : একজন পদার্থবিজ্ঞানী। সত্যেন্দ্রনাথ বসু আলবার্ট আইনস্টাইনের সঙ্গে যৌথভাবে বোস-আইনস্টাইন পরিসংখ্যান প্রদান করেন, যা পদার্থবিজ্ঞানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার বলে বিবেচিত হয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে নিজের 'বিশ্বপরিচয়' বিজ্ঞানগ্রন্থ, অন্নদাশঙ্কর রায় তাঁর 'জাপানে' ভ্রমণরচনা ও সুধীন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর 'অর্কেস্ট্রা' কাব্যগ্রন্থ উৎসর্গ করেছিলেন।

প্রফুল্ল চন্দ্র রায় : খুলনায় জন্ম নেওয়া প্রখ্যাত বাঙালি রসায়নবিদ, দার্শনিক প্রফুল্ল চন্দ্র রায় বেঙ্গল কেমিক্যালের প্রতিষ্ঠাতা এবং মারকিউরাস নাইট্রাসের আবিষ্কারক।

মুহম্মদ কুদরাত-এ-খুদা : একজন বিখ্যাত রসায়নবিদ, গ্রন্থাকার এবং শিক্ষাবিদ। তাঁর সুযোগ্য নেতৃত্বে বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট প্রণীত হয়। তাঁর নামানুসারে রিপোর্টটির নামকরণ করা হয় 'কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট'।

জামাল নজরুল ইসলাম : বাংলাদেশের বিজ্ঞানীদের মধ্যে মৌলিক বিজ্ঞানে তাঁর মতো অবদান আর কারও নেই। জন্ম ১৯৩৯ সালে ঝিনাইদহে। জামাল নজরুল ইসলামের অনেক গবেষণা নিবন্ধ বিখ্যাত সব বিজ্ঞান জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে এবং ১৯৮৩ সালে তাঁর গবেষণাগ্রন্থ 'The Ultimate Fate of the Universe' কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হলে সারা বিশ্বের কসমোলজিস্টদের মধ্যে হইচই পড়ে যায়। তাঁর গবেষণা আইনস্টাইন-পরবর্তী মহাবিশ্ব গবেষণায় বিরাট অবদান রেখেছে। কৃষ্ণগহ্বর নিয়ে এ বাঙালি বিজ্ঞানী গবেষণা করেছেন। তিনি ২০১৩ সালের ১৬ মার্চ মারা যান।

হরিপদ কাপালি : 'হরিধান' এর উদ্ভাবক হরিপদ কাপালির জন্ম ঝিনাইদহ। ১৯৯৬ সালে তিনি উচ্চফলনশীল ধান অবিষ্কার করেন। তার নামানুসারে ওই ধানের নাম রাখা হয় 'হরিধান'।

চরক : ভারতবর্ষের কলিঙ্গ রাজার আর্য়ুবেদ চিকিৎসক।

ড. দীপঙ্কর তালুকদার : বিশ্বব্যাপী সাড়া ফেলা মহাকর্ষ তরঙ্গ শনাক্ত করতে যুক্তরাষ্ট্রের লাইগো বা এলআইজিও (লেজার ইন্টারফেরোমিটার গ্র্যাভিটেশনাল-ওয়েভ অবজারভেটরি) যন্ত্র যে সাফল্য দেখিয়েছে, তার অংশীদার বাংলাদেশের বরগুনার সন্তান পদার্থবিজ্ঞানী ড. দীপঙ্কর তালুদার।

জাওয়াদ করিম : জাওয়াদ করিম জনপ্রিয় ভিডিও শেয়ারিং ওয়েবসাইট ইউটিউবের সহপ্রতিষ্ঠাতা।

আবদুল্লাহ আল-মুতী শরফুদ্দিন : তিনি আবদুল্লাহ আল-মুতী নামেই সমধিক পরিচিত। বাংলাদেশের বিজ্ঞান লেখকদের মধ্যে তিনিই একমাত্র ইউনেস্কো কলিঙ্গ পুরস্কার লাভ করেন। তাঁর বিজ্ঞানবিষয়ক গ্রন্থের মধ্যে 'এসো বিজ্ঞানের রাজ্যে', 'আবিষ্কারের নেশায়', 'রহস্যের শেষ নেই', 'সাগরের রহস্যপুরী, 'জানা-অজানার দেশে' উল্লেখযোগ্য। ১৯৯৮ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ পুরস্কার

স্বাধীনতা পুরস্কার ২০২৪ : ১৫ মার্চ, ২০২৪ তারিখে জাতীয় পর্যায়ে গৌরবোজ্জ্বল ও কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ৬টি ক্যাটাগরিতে ১০জন বিশিষ্ট নাগরিককে 'স্বাধীনতা পুরস্কার ২০২৪' প্রদান করে বাংলাদেশ সরকারের 'মন্ত্রীপরিষদ বিভাগ'।

'স্বাধীনতা পুরস্কার' বাংলাদেশের জাতীয় এবং 'সর্বোচ্চ বেসামরিক পুরস্কার'। দেশ ও জাতির কল্যাণে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনন্য অবদানের স্বীকৃতি প্রদানের উদ্দেশ্যে ১৯৭৭ সাল থেকে এই পুরস্কার প্রদান করা হচ্ছে। বাংলাদেশ সরকারের 'মন্ত্রীপরিষদ বিভাগ' থেকে এই পুরস্কার প্রদান করা হয়।

২০২৪ সালে স্বাধীনতা পুরস্কারপ্রাপ্তরা হলেন-

১. স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ → বীর মুক্তিযোদ্ধা ফ্লাইট সার্জেন্ট মো. ফজলুল হক (মরণোত্তর), বীর মুক্তিযোদ্ধা শহিদ আবু নঈম, মো. নজিব উদ্দীন খাঁন (বুররম) (মরণোত্তর)

২. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি → ড. মোবারব আহমদ খান

৩. চিকিৎসাবিদ্যা → ডা. হরিশংকর দাশ

৪. সংস্কৃতি → মোহাম্মদ রফিকউজ্জামান

৫. ক্রীড়া → ফিরোজা খাতুন

৬. সমাজসেবা বা জনসেবা → অরন্য চিরান, বীরমুক্তিযোদ্ধা অধ্যাপক ডাঃ মোল্লা ওবায়েদুল্লাহ বাকী, এস.এম. আব্রাহাম লিংকন

একুশে পদক ২০২৪ : ১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ তারিখে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান রাখায় 'একুশে পদক-২০২৪' এর জন্য ২১ জন বিশিষ্ট নাগরিকের নাম ঘোষণা করে। তাঁদের মধ্যে ভাষা আন্দোলনের ক্ষেত্রে মো. আশরাফুদ্দীন আহমদ (মরণোত্তর), হাতেম আলী মিয়া (মরণোত্তর), শিক্ষায় প্রফেসর ড. জিনবোধি ভিক্ষু উল্লেখযোগ্য।

১৯৭৬ সাল থেকে একুশে পদক দেওয়া হচ্ছে। এটি দেশের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মাননা।

- ১৯৮৯ সাল থেকে শিশু একাডেমি পুরস্কার দেওয়া হয়।
- ১৯৭৬ সাল থেকে দেওয়া হয় জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কার ও জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার।
- কৃষি উন্নয়নের জন্য প্রদান করা হয় 'রাষ্ট্রপতি পুরস্কার'।
- চলচ্চিত্রের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সাংবাদিক সংস্থা কর্তৃক বাচসাস পুরস্কার প্রদান করা হয়।
- সাহিত্য ও সাংবাদিকতায় কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের জন্য ফিলিপস পুরস্কার প্রদান করা হয়

গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান ও স্থাপনা

বাহাদুর শাহ পার্ক : বাহাদুর শাহ পার্কের প্রথম নাম– ভিক্টোরিয়া পার্ক। বাহাদুর শাহ পার্ক নামকরণ করা হয়– ১৯৫৭ সালে।

কার্জন হল : কার্জন হলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন হয়– ১৯০৪ সালে। কার্জন হল 'ঢাকা কলেজ' এর ভবন হিসেবে ব্যবহৃত হয়– ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদের পর। কার্জন হল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে যায়– ১৯২১ সালে।

ময়নামতি : কুমিল্লা শহরের অদূরে অবস্থিত। ময়নামতি প্রত্নতাত্ত্বিক আকর্ষণস্থল। একটি প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘর রয়েছে।

কোটবাড়ি : কুমিল্লা জেলায় অবস্থিত প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী স্থান। এখানে প্রাচীন বৌদ্ধ সভ্যতার বহু নিদর্শন পাওয়া যায়। এই স্থানটি শালবন বিহার নামে পরিচিত। এখানে BARD অবস্থিত।

কুতুবদিয়া : কক্সবাজারের অদূরে বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত একটি দ্বীপ। বাতিঘরের জন্য বিখ্যাত।

কুলাউড়া : সিলেট বিভাগের মৌলভীবাজার জেলার অন্তর্গত।

বিনত বিবির মসজিদ : প্রাচীনতম মসজিদ হল ঢাকার নারিন্দা এলাকার বিনত বিবির মসজিদ। প্রতিষ্ঠিত হয় ১৪৫৭ সালে।

বলধা গার্ডেন : ঢাকার ওয়ারীর ৩ একর জমির উপর বলধা গার্ডেনটি অবস্থিত।

হোসেনী দালান : পুরান ঢাকার বকশিবাজারে অবস্থিত। শিয়া মুসলিমদের মহররম পালনের জন্য নির্মিত।

লালবাগ দুর্গ : আদি ও পোশাকি নাম আওরঙ্গবাদ দুর্গ। সম্রাট আওরঙ্গজেবের পুত্র সুবেদার শাহজাদা আজম ১৬৭৮ খ্রিষ্টাব্দে এ দুর্গের নির্মাণকাজ শুরু করেন এবং পরে সুবেদার নবাব শায়েস্তা খান বাকি কাজ সম্পন্ন করেন। কেল্লাটিতে শায়েস্তা খানের মেয়ে ইরান দুখত ওরফে পরী বিবির মাজার ও আযম খানের তৈরি মসজিদ রয়েছে।

মনপুরা : ভোলা জেলার একটি দ্বীপ। ১৯৭০ সালে এক ভয়াবহ প্রাকৃতিক ঝড় ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসে বহু লোক ও গবাদিপশু মারা যায়।

সারদা : রাজশাহী শহর থেকে আঠারো মাইল দূরে পদ্মা নদীর তীরে অবস্থিত। বাংলাদেশের একমাত্র পুলিশ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এখানে অবস্থিত। এটি ১৯১২ সালে প্রতিষ্ঠিত।

শিলাইদহ : কুষ্টিয়া শহরের অদূরে পদ্মা নদীর তীরে অবস্থিত। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কুঠিবাড়ীর জন্য বিখ্যাত।

পাহাড়তলী : চট্টগ্রামে অবস্থিত। বাংলাদেশ রেলওয়ের প্রধান কার্যালয় এখানে অবস্থিত। রেলগাড়ি মেরামতের কারখানাও এখানে অবস্থিত।

কান্তজীর মন্দির : দিনাজপুর জেলায় অবস্থিত।

কাপ্তাই : পার্বত্য জেলা রাঙামাটিতে অবস্থিত। এখানে ১৯৬২ সালে কর্ণফুলী নদীতে বাঁধ দিয়ে বাংলাদেশের একমাত্র জল বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন করা হয়।

মুজিবনগর : মেহেরপুর জেলায় ইছামতী নদীর তীরে অবস্থিত। পূর্ব নাম ভবেরপাড়া বৈদ্যনাথতলা। ইহা স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের প্রথম রাজধানী ছিল।

সাগরদাঁড়ী : কবি মাইকেল মধুসূদনের জন্মস্থান। যশোর জেলায় অবস্থিত।

লাঙ্গলবন্দ : নারায়ণগঞ্জ জেলায় অবস্থিত। এটি হিন্দুদের একটি বিখ্যাত তীর্থস্থান।

গান্ধী আশ্রম : নোয়াখালী জেলার সোনাইমুড়ির জায়ান নামক স্থানে অবস্থিত। মহাত্মা গান্ধী ১৯৪৫-৪৭ সালে এখানে এসেছিলেন।

রামু : কক্সবাজার জেলায় অবস্থিত। রাবার চাষের জন্য বিখ্যাত। এখানে একটি পুরাতন বৌদ্ধমন্দির রয়েছে।

ঢাকা : ঢাকা বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত। বাংলাদেশের রাজধানী বৃহত্তর শহর।

বড় কাটরা : ঢাকায় চকবাজারে অবস্থিত। ১৬৬৪ সালে এটি নির্মাণ করা হয়। শাহ সুজা বড় কাটরা নির্মাণ করেন।

ছোট কাটরা : ঢাকার চকবাজারে অবস্থিত। ১৬৬৪ সালে শায়েস্তা খান এটি নির্মাণ করেন।

পুঠিয়া : রাজশাহী জেলায় অবস্থিত। রাজশাহী পাবনা সড়কের পাশে অবস্থিত। এটি প্রাচীন জমিদার বাড়ির জন্য বিখ্যাত।

জলদিয়া : চট্টগ্রামের সমুদ্র উপকূলে অবস্থিত। মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র, মেরিন একাডেমি ও নৌ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এখানে অবস্থিত।

বাংলাদেশের বিখ্যাত মসজিদ

নাম	অবস্থান	নাম	অবস্থান
ষাটগম্বুজ মসজিদ	বাগেরহাট	আতিয়া জামে মসজিদ	টাঙ্গাইল
বিনত বিবির মসজিদ	ঢাকা (নারিন্দা)	আন্দরকিল্লা শাহী জামে মসজিদ	চট্টগ্রাম
ছোট সোনা মসজিদ	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	লালবাগ দুর্গ মসজিদ	লালবাগ, ঢাকা
বাঘা মসজিদ	রাজশাহী	কসবা মসজিদ	গৌরনদী, বরিশাল
কুসুম্বা মসজিদ	মান্দা, নওগাঁ	চক শাহী মসজিদ	ঢাকা
তারা মসজিদ	আরমানীটোলা, ঢাকা	লালদীঘি (নয়গম্বুজ) মসজিদ	রংপুর
সাতগম্বুজ মসজিদ	মোহাম্মদপুর, ঢাকা		

বাংলাদেশের বিখ্যাত মন্দির

নাম	অবস্থান	নাম	অবস্থান
কান্তজির মন্দির	দিনাজপুর	আদিনাথ মন্দির	কক্সবাজারের মহেশখালীতে
রামু মন্দির	কক্সবাজার	ঢাকেশ্বরী মন্দির	ঢাকা

বাংলাদেশের বিখ্যাত স্থাপনা

ভাস্কর্য/স্থাপত্য	স্থপতি	অবস্থান
স্টেপস	হামিদুজ্জামান খান	সিউল অলিম্পিক
মিশুক	মোস্তফা মনোয়ার	শাহবাগ (শিশু পার্কের সামনে)
জাতীয় জাদুঘর	মাহবুবুল হক ও মোস্তফা কামাল	শাহবাগ, ঢাকা
বাংলাদেশ ব্যাংক	শফিউল কাদের	মতিঝিল, ঢাকা
শিশু পার্ক	সামসুল ওয়ারেস	শাহবাগ, ঢাকা
কমলাপুর রেলওয়ে	বব বুই	কমলাপুর, ঢাকা
শাপলা চত্বর	আজিজুল জলিল পাশা	মতিঝিল, ঢাকা
দোয়েল চত্বর	আজিজুল জলিল পাশা	কার্জন হল, ঢাকা
টিএসসি ভবন	কনস্ট্যানটাইন ডক্সাইড	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলাদেশের বিখ্যাত স্থাপনা

স্থাপনা	অবস্থান	স্থাপনা	অবস্থান
লাঙ্গলবন্দ (হিন্দু সম্প্রদায়ের তীর্থস্থান)	সোনারগাঁ	গণভবন	শেরেবাংলা নগর, ঢাকা
মীর জুমলার কামান (আসাম যুদ্ধে ব্যবহৃত হয়)	ওসমানী উদ্যান	রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন 'পদ্মা'	রমনা, ঢাকা
ঢাকা গেট (নির্মাতা– মীর জুমলা)	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণ	রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন 'মেঘনা'	রমনা, ঢাকা
ঢাকা তোরণ	বনানী	রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন 'যমুনা'	হেয়ার রোড, ঢাকা
শিখা অনির্বাণ	ঢাকা সেনানিবাস	নজরুল মঞ্চ	বাংলা একাডেমি
শিখা চিরন্তর	সোহরাওয়ার্দী উদ্যান, ঢাকা	মুক্ত মঞ্চ	জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
স্বাধীনতা চত্বর	ঢাকা সেনানিবাস	বাংলার তাজমহল	সোনারগাঁ, নারায়ণগঞ্জ
বাংলাদেশ সচিবালয়	তোপখানা রোড, ঢাকা	প্রধানমন্ত্রীর ভবন	শেরেবাংলা নগর, ঢাকা
রাষ্ট্রপতির সচিবালয়	পুরোনো বিমানবন্দর, ঢাকা	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	তেজগাঁও, ঢাকা

বাংলাদেশের বিখ্যাত ভাস্কর্য

নাম	অবস্থান	নাম	অবস্থান
স্বোপার্জিত স্বাধীনতা	টিএসসি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	প্রত্যাশা	ফুলবাড়িয়া, ঢাকা
অপরাজেয় বাংলা	কলা ভবন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	মোদের গরব	বাংলা একাডেমি চত্বর
শাবাশ বাংলাদেশ	রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়	অমর একুশে	জাবি ক্যাম্পাস
সংশপ্তক	জাবি ক্যাম্পাস	দুর্জয়	রাজারবাগ পুলিশ লাইনস, ঢাকা
চেতনা '৭১	পুলিশ লাইনস, কুষ্টিয়া	স্বাধীনতা স্তম্ভ	সোহরাওয়ার্দী উদ্যান
বিজয় '৭১	বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	জাগ্রত চৌরাঙ্গী	জয়দেবপুর, গাজীপুর
স্বাধীনতা	কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, ঢাকা	আমরা তোমাদের ভুলব না	ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা

প্রাচীন বৌদ্ধবিহার

বৌদ্ধবিহার	অবস্থান	নির্মাণকারী
আনন্দ বিহার	ময়নামতি, কুমিল্লা	দেবরাজা আনন্দদেব (অষ্টম শতক)
শালবন বিহার	ময়নামতি, কুমিল্লা	দেবরাজা ভবদেব (অষ্টম শতক)
সোমপুর বিহার	পাহাড়পুর, নওগাঁ	পাল রাজা ধর্মপাল (অষ্টম শতক)
মহামুনি বিহার	রাউজান, চট্টগ্রাম	–
সীতাকোট বিহার	নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর	–
জগদ্দল বিহার	ধামুইরহাট, নওগাঁ	–
ভাসু বা বসু বিহার	মহাস্থানগড়, বগুড়া	–

দিঘি

রামসাগর	দিনাজপুর	পানিহাটা দীঘি	শেরপুর
ধর্মসাগর	কুমিল্লা	আনন্দবাজার দীঘি	ময়নামতি, কুমিল্লা
ইছামতি দীঘি	টাঙ্গাইল	ফয়'জ লেক	চট্টগ্রাম

তোষাখানা : তোষাখানা অর্থ এমন একটি ভাণ্ডার, যেখানে রাষ্ট্রের মহামূল্যবান উপহার সামগ্রী ও তৈজসপত্র সংরক্ষিত রাখা হয়।

বাংলা একাডেমি : ১৯৫৫ সালের ৩ ডিসেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হয়। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবন 'বর্ধমান হাউস'-এ এই একাডেমির সদর দপ্তর স্থাপিত হয়। একাডেমির 'বর্ধমান হাউসে' একটি 'ভাষা আন্দোলন জাদুঘর' আছে। বাংলা একাডেমির প্রথম সভাপতি মাওলানা আকরাম খাঁ, প্রথম পরিচালক ড. মুহাম্মদ এনামুল হক, প্রথম মহাপরিচালক ড. মাযহারুল ইসলাম। বাংলা একাডেমির মূল মিলনায়তনের নাম আব্দুল করিম সাহিত্যবিশারদ মিলনায়তন। বাংলা একাডেমি থেকে মোট ৬টি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এগুলো হচ্ছে–

১. বাংলা একাডেমি পত্রিকা → গবেষণামূলক ত্রৈমাসিক পত্রিকা
২. উত্তরাধিকার → সৃজনশীল মাসিক সাহিত্য পত্রিকা
৩. ধানশালিকের দেশ → ত্রৈমাসিক কিশোর পত্রিকা
৪. বাংলা একাডেমি বিজ্ঞান পত্রিকা → ষাণ্মাসিক বিজ্ঞানবিষয়ক পত্রিকা (বর্তমানে বিলুপ্ত)
৫. বাংলা একাডেমি জার্নাল → ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত ষাণ্মাসিক পত্রিকা
৬. বাংলা একাডেমি বার্তা → একাডেমির কার্যক্রম ও যাবতীয় কর্মকাণ্ডের বিবরণবিষয়ক ত্রৈমাসিক পত্রিকা; ২০০৯ সাল থেকে 'বাংলা একাডেমি বার্তা' নামে প্রকাশ হচ্ছে

এশিয়াটিক সোসাইটি : ১৮৭৪ সালে স্যার উইলিয়াম জোন্স কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামে এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৫২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় 'পাকিস্তান এশিয়াটিক সোসাইটি'। স্বাধীনতার পর এর নামকরণ করা হয় 'বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি'। উদ্দেশ্য - উন্নততর গবেষণা, মানুষ ও প্রকৃতি সম্পর্কে গভীর জ্ঞান ইত্যাদি অনুসন্ধান। ২০০৩ সালে 'বাংলাপিডিয়া' নামে ১০ খণ্ডের একটি 'এনসাইক্লোপিডিয়া' বের করে এশিয়াটিক সোসাইটি। সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম।

বাংলাদেশ শিশু একাডেমি : মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন শিশুদের সাংস্কৃতিক প্রচার, উন্নয়ন এবং পৃষ্ঠপোষকতার জন্য ১৯৭৬ সালে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড) : ১৯৫৯ সালে কুমিল্লা জেলার কোর্টবাড়িতে প্রতিষ্ঠিত হয়। এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন আখতার হামিদ খান।

বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশের একমাত্র ক্রীড়া শিক্ষাকেন্দ্র। সাভারের জিরানিতে এ প্রতিষ্ঠানটি অবস্থিত।

বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন : ১৯৭৩ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারিতে প্রতিষ্ঠা হয়। প্রথমে শেরে বাংলা নগরে পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট ভবনে এর অবস্থান ছিল। পরে তা ৪নং নজরুল ইসলাম এভিনিউতে স্থানান্তর করা হয়। ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত এ প্রতিষ্ঠানটির নাম ছিল আণবিক শক্তি কমিশন। বর্তমানে এর নামকরণ করা হয়েছে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন।

তিন নেতার স্মৃতিসৌধ : তিন নেতার স্মৃতিসৌধের স্থপতি মাসুদ আহমেদ। এটি শিশু একাডেমির পশ্চিম পাশে এবং দোয়েল চত্বরের উত্তর পাশে অবস্থিত। স্মৃতিসৌধ নির্মিত হয়েছে শেরে-ই-বাংলা এ কে ফজলুল হক, শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও খাজা নাজিমুদ্দিনের স্মৃতির উদ্দেশ্যে।

বঙ্গভবন : বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির সরকারি বাসভবন বঙ্গভবন। এটি ঢাকার দিলকুশা এলাকায় অবস্থিত। ব্রিটিশ ও পাকিস্তান আমলে 'গভর্নর হাউস' নামে পরিচিত ছিল।

পুঠিয়া : রাজশাহী জেলায় অবস্থিত। রাজশাহী পাবনা সড়কের পাশে অবস্থিত। এটি প্রাচীন জমিদার বাড়ির জন্য বিখ্যাত।

সাগরদাঁড়ী : কবি মাইকেল মধুসূদনের জন্মস্থান। যশোর জেলায় অবস্থিত।

লাঙ্গলবন্দ : নারায়ণগঞ্জ জেলায় অবস্থিত। এটি হিন্দুদের একটি বিখ্যাত তীর্থস্থান।

গান্ধী আশ্রম : নোয়াখালী জেলার সোনাইমুড়ির জায়ান নামক স্থানে অবস্থিত। মহাত্মা গান্ধী ১৯৪৫-৪৭ সালে এখানে এসেছিলেন।

শিলাইদহ : কুষ্টিয়া শহরের অদূরে পদ্মা নদীর তীরে অবস্থিত। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কুঠিবাড়ীর জন্য বিখ্যাত।

সারদা : রাজশাহী শহর থেকে ১৮ মাইল দূরে পদ্মা নদীর তীরে অবস্থিত। বাংলাদেশের একমাত্র পুলিশ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এখানে অবস্থিত। এটি ১৯১২ সালে প্রতিষ্ঠিত।

বাকল্যান্ড বাঁধ : বুড়িগঙ্গা নদীর তীর ঘেঁষে নির্মিত বাঁধ। এটি ব্রিটিশ শাসন আমলে ১৮৬৪ সালে নির্মাণ করা হয়েছিল। ঢাকা বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত।

BPATC: Bangladesh Public Administration Training Centre. সাভারে অবস্থিত বাংলাদেশ সরকারের প্রধান প্রশাসনিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। ১৯৮৪ সালে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। সরকারের একজন সচিব এর প্রধান কর্মকর্তা। তাঁর পদবি রেক্টর।

BPSC: Bangladesh Public Service Commission. প্রধানত বিভিন্ন সরকারি চাকরি ও পদে নিয়োগ দানের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত একটি সাংবিধানিক সংস্থা। বাংলাদেশের সিভিল সার্ভিসের (BCS) ক্যাডার সংখ্যা ২৬। যথা → ১. প্রশাসন, ২. আনসার, ৩. কৃষি, ৪. নিরীক্ষা ও হিসাব, ৫. সমবায়, ৬. শুল্ক ও আবগারি, ৭. পরিবার পরিকল্পনা, ৮. মৎস্য, ৯. খাদ্য, ১০. পররাষ্ট্রবিষয়ক, ১১. বন, ২২. সাধারণ শিক্ষা, ১৩. স্বাস্থ্য, ১৪. তথ্য, ১৫. পশু সম্পদ, ১৬. পুলিশ, ১৭. ডাক, ১৮. জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল, ১৯. গণপূর্ত, ২০. রেলওয়ে প্রকৌশল, ২১. রেলওয়ে পরিবহণ বাণিজ্যিক, ২২. সড়ক ও জনপথ, ২৩. পরিসংখ্যান, ২৪. কর, ২৫. কারিগরি শিক্ষা এবং ২৬. বাণিজ্য।

BCSAA: Bangladesh Civil Service Administration Academy. প্রশাসন ক্যাডার কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য শীর্ষস্থানীয় প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান। এটি ঢাকার শাহবাগে অবস্থিত।

জাতীয় আর্কাইভস : ১৯৭৩ সালে ঢাকার আগারগাঁওয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়। জাতীয় আর্কাইভস সরকারের 'আর্কাইভস ও গ্রন্থাগার' অধিদপ্তরের অধীন। এই প্রতিষ্ঠানের মূল কাজ হচ্ছে ঐতিহাসিক দলিলপত্রাদি সংরক্ষণ, গবেষণাগারের জন্য প্রয়োজনীয় বইপুস্তক ও উপাদান সংরক্ষণ এবং সরবরাহ করা এবং মূল্যবান দলিলপত্র ও পুস্তক সংগ্রহ করা।

দুর্নীতি দমন কমিশন : তিনজন সদস্য নিয়ে দুর্নীতি দমন ব্যুরোকে বিলুপ্ত করে স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন গঠন করা হয় ২১ নভেম্বর ২০০৪।

সমুদ্রবন্দর

বাংলাদেশে সমুদ্রবন্দর ৪টি– চট্টগ্রাম, মোংলা, পায়রা, মাতারবাড়ী।

১. **চট্টগ্রাম বন্দর :** চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর ১৮৮৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর কর্ণফুলী নদীর তীরে অবস্থিত। সমুদ্রপথে দেশের শতকরা প্রায় ৯২ শতাংশ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চট্টগ্রাম বন্দরের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়ে থাকে।

২. **মোংলা বন্দর :** ১৯৫৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। মোংলা বাংলাদেশের দ্বিতীয় সমুদ্রবন্দর। মোংলা বন্দরটি পশুর নদীর তীরে অবস্থিত।

৩. **পায়রা সমুদ্রবন্দর :** দেশের তৃতীয় সমুদ্রবন্দর হিসেবে পায়রা বন্দর যাত্রা শুরু করে ১৯ নভেম্বর ২০১৩। পটুয়াখালী জেলার রামনাবাদ চ্যানেলে গড়ে তোলা হয়েছে বন্দর পায়রা। পায়রা ২০২৩ সালে এটি পূর্ণাঙ্গ বন্দর হিসেবে চালুর পাশাপাশি বাংলাদেশ, চীন, ভারত ও মিয়ানমারের প্রস্তাবিত অর্থনৈতিক করিডোর বিসিআইএমের প্রাণকেন্দ্র হয়ে উঠবে এমনটি আশা করা হচ্ছে।

৪. **মাতারবাড়ী গভীর সমুদ্রবন্দর :** নির্মাণাধীন মাতারবাড়ী গভীর সমুদ্রবন্দরের অপারেশনাল কার্যক্রম ২০২৬ সালে শুরু হবে। এ বন্দর চালু হলে ১৬ মিটার বা ততধিক গভীরতা সম্পন্ন বাণিজ্যক জাহাজ গমনাগমন করতে সক্ষম হবে। এটি জিডিপিতে ২-৩ শতাংশ অবদান রাখবে বলে আশা করা যায়।

বাংলাদেশে যা প্রথম

- প্রথম রাষ্ট্রপতি → বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
- প্রথম অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি → সৈয়দ নজরুল ইসলাম
- প্রথম প্রধানমন্ত্রী → তাজউদ্দীন আহমেদ
- প্রথম পররাষ্ট্রমন্ত্রী → খন্দকার মোশতাক আহমেদ
- প্রথম স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী → এএইচএম কামারুজ্জামান
- প্রথম অর্থমন্ত্রী → ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী
- প্রথম প্রতিরক্ষামন্ত্রী → তাজউদ্দীন আহমেদ
- প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী → বেগম খালেদা জিয়া
- প্রথম মহিলা বিরোধীদলীয় নেত্রী → শেখ হাসিনা
- সেনাবাহিনীর প্রথম কমান্ডার-ইন-চিফ → জেনারেল আতাউল গনি ওসমানী
- সুপ্রিম কোর্টের প্রথম প্রধান বিচারপতি → বিচারপতি এএসএম সায়েম
- প্রথম আইজিপি → এমএ খালেক
- গণপরিষদের প্রথম স্পিকার → শাহ আবদুল হামিদ
- প্রথম প্রধান নির্বাচন কমিশনার → বিচারপতি মোহাম্মদ ইদ্রিস
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভাইস চ্যান্সেলর → স্যার পিজে হার্টস
- প্রথম জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন → আ স ম আবদুর রব
- প্রথম স্বীকৃতি দানকারী দেশ → ভুটান
- প্রথম মুদ্রা প্রচলনের তারিখ → ৪ মার্চ ১৯৭২
- বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রথম গভর্নর → এএন হামিদুল্লাহ
- ঢাকা পৌরসভার প্রথম চেয়ারম্যান → মি স্কিনার
- সুপ্রিম কোর্টে প্রথম মহিলা বিচারপতি → নাজমুন আরা সুলতানা
- বাংলা ভাষার মহিলা কবি → চন্দ্রাবতী
- প্রথম মহিলা সংবাদপত্রের সম্পাদক → নূরজাহান বেগম (বেগম পত্রিকা)
- প্রথম মহিলা মেজর জেনারেল → সুসানে গীতি
- প্রথম মহিলা সিটি করপোরেশনের মেয়র → ডা. সেলিনা হায়াৎ আইভী
- বাংলাদেশের বিমানের প্রথম মহিলা পাইলট → কানিজ ফাতেমা রোখসানা
- প্রথম গ্র্যান্ড মাস্টার → নিয়াজ মোর্শেদ
- প্রথম নিরক্ষরমুক্ত জেলা → মাগুরা
- প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ → বঙ্গবন্ধু-১
- প্রথম ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রমকারী → ব্রজেন দাস
- প্রথম টেলিভিশন নাটক → একতলা-দোতলা
- প্রথম ডিজিটাল জেলা → যশোর
- প্রথম ওয়াইফাই নগরী → সিলেট
- প্রথম মেরিন জাদুঘর → পটুয়াখালীর কুয়াকাটায়
- প্রথম উচ্চপ্রযুক্তির ও হাই-টেক পার্ক → গাজীপুরের কালিয়াকৈরে
- প্রথম নৌ কনটেইনার টার্মিনাল → ঢাকার পানগাঁওয়ে
- প্রথম অলিম্পিকে অংশগ্রহণ → ১৯৮৪ সালে
- প্রথম পানি শোধনাগার → চাঁদনী ঘাট, ঢাকা
- প্রথম বাণিজ্য জাহাজ → বাংলার দূত
- প্রথম জাদুঘর → বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর
- প্রথম বাংলা চলচ্চিত্র → মুখ ও মুখোশ
- প্রথম উন্মুক্ত কারাগার → কক্সবাজারের উখিয়ায়
- প্রথম বার্ন ইউনিট → ঢাকার চানখাঁরপুলে
- প্রথম পানি জাদুঘর → পটুয়াখালীর কলাপাড়ায়
- প্রথম ডিজিটাল ভূমি অফিস → চট্টগ্রামের ফটিকছড়িতে
- দেশের প্রথম পাতাল রেল হবে → বিমানবন্দর থেকে কমলাপুর (দৈর্ঘ্য → ১৯.৮৭ কিলোমিটার ও স্টেশন হবে → ১২টি)
- দেশের প্রথম পানি জাদুঘর → পটুয়াখালীর কলাপাড়ায়
- দেশের প্রথম ওয়াইফাই নগরী → সিলেট
- দেশের প্রথম কারা প্রশিক্ষণ একাডেমি → রাজশাহী

চলচ্চিত্র

- গণমাধ্যমকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় → ১. প্রিন্ট মিডিয়া (সংবাদপত্র), ২. ইলেকট্রনিক মিডিয়া (রেডিও, টেলিভিশন, ইন্টারনেট ইত্যাদি)
- সর্বপ্রথম চলচ্চিত্র নির্মাণ করা হয় → ১৮৯৫ সালে, লুমিয়ার ব্রাদার্স (যুক্তরাষ্ট্র)
- উপমহাদেশের চলচ্চিত্রের জনক → হীরালাল সেন, তিনি মানিকগঞ্জ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯০৩ সালে পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র 'আলী বাবা ও চল্লিশ চোর' নির্মাণ করেন। এটি ছিল উপমহাদেশের প্রথম নির্বাক চলচ্চিত্র
- বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের জনক → আব্দুল জব্বার খান
- প্রথম মুসলমান বাঙালি চলচ্চিত্রকার → কাজী নজরুল ইসলাম
- বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রকার → জহির রায়হান
- যে চলচ্চিত্রে কাজী নজরুল ইসলাম অভিনয় করেন → ধ্রুব
- পথের পাঁচালী চলচ্চিত্রের নির্মাতা → সত্যজিৎ রায়
- মনের মানুষ চলচ্চিত্রের পরিচালক → গৌতম ঘোষ
- প্রথম অভিনেত্রী → পূর্ণিমা সেনগুপ্ত
- প্রথম রঙিন চলচ্চিত্র → সঙ্গম ১৯৭০ (জহির রায়হান)
- মিডিয়া অর্থ প্রচার মাধ্যম। মিডিয়াকে একটি জাতির → ফোর্থ এস্টেট বলা হয়
- উপমহাদেশের প্রথম নির্বাক চলচ্চিত্র → ১৯০৩ সালে নির্মিত আলী বাবা চল্লিশ চোর
- উপমহাদেশের প্রথম সবাক চলচ্চিত্র → ১৯৩১ সালে নির্মিত জামাই ষষ্ঠী
- বাংলাদেশের প্রথম সবাক চলচ্চিত্র → ১৯৫৬ সালে নির্মিত মুখ ও মুখোশ
- কান চলচ্চিত্র উৎসবে পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রথম বাংলাদেশি চলচ্চিত্র → মাটির ময়না
- আন্তর্জাতিক পুরস্কারপ্রাপ্ত বাংলাদেশের প্রথম স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র → আগামী
- বাংলাদেশের প্রথম স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র উৎসব হয় → ১৯৮৮ সালে
- বাংলাদেশে প্রথম সিনেমা হল → পিকচার হাউস
- আন্তর্জাতিক পুরস্কারপ্রাপ্ত বাংলাদেশের প্রথম ছবি → জাগো হুয়া সাবেরা (এটি মানিক বন্দোপাধ্যায়ের 'পদ্মা নদীর মাঝি' অবলম্বনে রচিত)
- BFDC প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এর প্রথম মুক্তিপ্রাপ্ত চলচ্চিত্র → ১৯৫৮ সালে; জাগো হুয়া সাবেরা
- গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশন → বাংলাদেশের পেশাদারি নাট্য সংগঠনগুলোর একটি ফোরাম
- বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমানের জীবনভিত্তিক চলচ্চিত্রটির নাম → অস্তিত্বে আমার দেশ
- সূর্য দীঘল বাড়ি সিনেমার পরিচালক → শেখ নিয়ামত আলী
- বাংলাদেশের চলচ্চিত্র নগরী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে → কবিরপুর, সাভার
- নজরুল মঞ্চ অবস্থিত → বাংলা একাডেমিতে
- মুক্ত মঞ্চ অবস্থিত → জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে
- জাতীয় নাট্যশালা অবস্থিত → শিল্পকলা একাডেমি, সেগুনবাগিচা, ঢাকা
- বাংলাদেশ টেলিভিশন স্থাপিত হয় → ১৯৬৪ সালে
- বিটিভি ওয়ার্ল্ড স্যাটেলাইট সম্প্রচার শুরু করে → ২০০৪ সালে

উদীচী : উদীচীর পথচলা ১৯৬৮ সালের ২৯ অক্টোবর শুরু। উদীচী শব্দের অর্থ উত্তর দিক। রবীন্দ্রনাথ তাঁর একটি বাড়ির নাম রেখেছিলেন উদীচী। সংগঠনটির গোড়াপত্তন ঘটেছিল ঢাকা নগরীর উত্তর দিকের নারিন্দার একটি বাসায়। উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী ২০১৩ সালে একুশে পদক লাভ করে।

ছায়ানট : সাংস্কৃতিক সংগঠন ছায়ানটের প্রতিষ্ঠা ১৯৬১ সালে। ছায়ানট কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক পত্রিকার নাম বাংলাদেশের হৃদয় হতে।

জাদুঘর

বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর : বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর বাংলাদেশের প্রথম জাদুঘর। রাজশাহী শহরে অবস্থিত প্রত্নতত্ত্বের সংগ্রহের দিক থেকে এটি দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম জাদুঘরগুলোর মধ্যে একটি। ১৯১০ সালে বাংলার পুরোনো ঐতিহ্য ও নিদর্শন সংগ্রহ এবং সংরক্ষণের জন্য 'বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি' গঠন করা হয়। নাটোরের দিঘাপাতিয়ার জমিদার শরৎকুমার রায়ের দান করা জমিতে জাদুঘর নির্মাণের কাজ শুরু হয়। ১৯১৩ সালে কারমাইকেল জাদুঘরটি উদ্বোধন করেন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৬৪ সালে এ জাদুঘরটি পরিচালনার দায়িত্ব নেয়।

জাতীয় জাদুঘর : বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর ঢাকা শহরের শাহবাগে অবস্থিত। ১৯১৩ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে 'ঢাকা জাদুঘর' এর উদ্বোধন করা হয়। প্রথম কিউরেটর ছিলেন নলিনীকান্ত ভট্টশালী। ১৯৮৩ সালে ঢাকা জাদুঘরকে 'জাতীয় জাদুঘর' এর মর্যাদা দেওয়া হয়।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর : বাংলাদেশের গৌরবময় মুক্তিযুদ্ধ সংক্রান্ত নিদর্শন ও স্মারকচিহ্নসমূহ সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রদর্শনের স্থান। ১৯৯৬ সালে সেগুনবাগিচায় এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ২০১৭ সালের ১৬ এপ্রিল আনুষ্ঠানিকভাবে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আগারগাঁওয়ে নির্মিত নতুন ভবনে স্থানান্তর করা হয়।

স্বাধীনতা স্তম্ভ : ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে অবস্থিত। স্থপতি কাশেফ মাহবুব চৌধুরী ও মেরিনা তাবাসসুম। উচ্চতা ১৫৫ ফুট বা ৪৬.৫ মিটার।

ভূগর্ভস্থ স্বাধীনতা জাদুঘর : সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে অবস্থিত। চালু হয় ২০১৫ সালের ২৬ মার্চ। স্থপতি মেরিনা তাবাসসুম ও কাশেফ মাহবুব চৌধুরী। এখানে মোঘল থেকে মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত স্মৃতি বহন করছে।

বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের সংগীত

- **বাউল :** UNESCO ২০০৫ সালে বাউল গানকে মানবতার ধারক বলে স্বীকৃতি দিয়েছে।
- **ভাওয়াইয়া :** মূলত গরুর গাড়ি চালকদের মুখে এ গান শোনা যায়। এ গানের জন্মস্থান রংপুর ও ভারতের কুচবিহার জেলা।
- **চটকা :** বাংলাদেশের রংপুর অঞ্চলের একটি গান। এটি মূলত ভাওয়াইয়া গানের একটি শাখা।
- **গম্ভীরা :** চাঁপাইনবাবগঞ্জ (বৃহত্তর রাজশাহী) অঞ্চলের গান। অবিভক্ত ভারতের মালদহ এর উৎপত্তি।
- **আলকাপ :** বাংলাদেশের রাজশাহী অঞ্চলের পালাগানের একটি শাখা।
- **সারি গান :** নৌকাবাইচে অংশগ্রহণকারী প্রতিযোগীরা সারিবদ্ধভাবে বসে বৈঠা টানার তালে তালে এ গান গায়। এটি সিলেট ও ময়মনসিংহসহ ভাটি অঞ্চলের গান।
- **কীর্তন :** রাধাকৃষ্ণের প্রশংসাসূচক গান।
- **পালাগান :** কাহিনিমূলক লোকগীতি। সিলেট, কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোনার হাওড় অঞ্চলের গান।
- **জারি :** কারবালার মর্মান্তিক ঘটনাকে স্মরণ করে এক ধরনের আহাজারিমূলক সুরে সাধারণত নৃত্য সহযোগে জারিগান পরিবেশিত হয়ে থাকে। এটি মূলত দুই পক্ষের মধ্যে গানের প্রতিযোগিতা। ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা ও কিশোরগঞ্জে জারিগানের আসর হয়। ঢাকা ও সিলেট অঞ্চলেও জারি গানের প্রচলন আছে।
- **গীতিকা :** ময়মনসিংহ অঞ্চলের জনপ্রিয় লোকনাট্য।
- **ভাটিয়ালি :** ময়মনসিংহ অঞ্চলের জেলে-মাঝিদের গান।
- **ধূপ :** খুলনা, ফরিদপুর ও যশোর অঞ্চলের বিখ্যাত নৃত্য।
- **বল :** বাংলাদেশের যশোর অঞ্চলের নৃত্য।
- **বাউল :** গান মূলত তত্ত্বভিত্তিক। আধ্যাত্মিক বিষয় নিয়ে বাউল গান রচিত হয়ে থাকে। বাউল গানের স্রষ্টা ফকির লালন শাহ।
- **লেটো :** ময়মনসিংহ অঞ্চলের গান।
- **গাজীর গীত :** রংপুর অঞ্চলের গান।
- **ভাওারি :** চট্টগ্রাম অঞ্চলের গান।
- **ঝুমুর নৃত্য :** রংপুর-রাজশাহী অঞ্চলের।
- **মুর্শিয়া :** শিয়া মতাবলম্বীদের পশ্চিমা ভাবধারার গান।
- **মঙ্গল শোভাযাত্রা :** বাংলাদেশের জনগণের লোকজ ঐতিহ্যের প্রতীক মঙ্গল শোভাযাত্রা। এটি ধর্ম, বর্ণ, মত, লিঙ্গ বা বয়স নির্বিশেষে জনগণকে একতাবদ্ধ করার এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি সহমর্মিতার প্রতীক। বাংলা নববর্ষের প্রথম দিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের শিক্ষার্থী ও শিক্ষকরা মঙ্গল শোভাযাত্রা বের করে থাকেন। ৩০ নভেম্বর, ২০১৬ জাতিসংঘের UNESCO এর অধরা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের তালিকায় স্থান পায় বাংলা নববর্ষের এই মঙ্গল শোভাযাত্রা। শিল্পী *'ইমদাদ হোসেন'* মঙ্গল শোভাযাত্রার নামকরণ করেন।
- 'মানুষ মানুষের জন্য, জীবন জীবনের জন্য' গানটি গেয়েছেন → ভুপেন হাজারিকা
- 'একাত্তরের চিঠি' গ্রন্থটির প্রকাশক → প্রথমা প্রকাশন
- বাংলা টপ্পা গানের প্রবর্তক → নিধু বাবু (প্রকৃত নাম রামনিধি গুপ্ত)

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল অনুসারে শুদ্ধাচার বলতে সাধারণভাবে নৈতিকতা ও সততা দ্বারা প্রভাবিত আচারণগত উৎকর্ষ বোঝায়। এর দ্বারা একটি সমাজের কালোত্তীর্ণ, মানদণ্ড, নীতি ও প্রথার প্রতি আনুগত্য ও বোঝানো হয়। ব্যক্তি পর্যায়ে এর অর্থ হলো কর্তব্যনিষ্ঠা ও সততা তথা চরিত্রনিষ্ঠা। শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা এবং দুর্নীতির প্রতিরোধের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান যেমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তেমনই পরিবার শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক দল, গণমাধ্যম, সুশীল সমাজ ও এনজিও এবং শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান সাকুল্যে অরাষ্ট্রীয় হিসেবে প্রতিষ্ঠানসমূহের ভূমিকাও সমাধিক গুরুত্বপূর্ণ। ১৮ অক্টোবর ২০১২ মন্ত্রিসভা বৈঠকে কৌশলপত্রটি অনমোদিত হয়।

স্বাস্থ্যসেবা

জীবন তরী : বাংলাদেশের প্রথম ভাসমান হাসপাতাল। ১৯৯৯ সালে বেসরকারি সংস্থা ইমপ্যাক্ট ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ (IFB) কর্তৃক 'জীবন তরী' চালু হয়।

সূর্যের হাসি : ক্লিনিক মা ও শিশু স্বাস্থ্যসেবার প্রতীক। এটি যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক এনজিও ইউএসএইডের অর্থায়নে পরিচালিত।

গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র : স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা হাসপাতাল। ১৯৭১ সালে ডা. মো. জাফরুল্লাহ চৌধুরী এটি প্রতিষ্ঠিত করেন।

EPI: বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) কর্তৃক পরিচালিত একটি চলমান টিকাদান কর্মসূচি। ৭ এপ্রিল ১৯৭৯ বাংলাদেশে প্রথম সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি চালু হয়। EPI-এ বর্তমানে ১০টি রোগের টিকা দেওয়া হয়। যথা– যক্ষা, ধনুষ্টংকার (টিটেনাস), ডিপথেরিয়া, হুপিং কাশি, পোলিও, হাম, হেপাটাইটিস-বি, মেনিনজাইটিস (হিমোফিলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা-বি ঘটিত), রুবেলা এবং নিউমোকক্কাল নিউমোনিয়া।

টেস্ট টিউব বেবি : ৩০ মে ২০০১ জন্মগ্রহণ করে দেশের প্রথম টেস্ট টিউব বেবি। ঢাকার সেন্ট্রাল হাসপাতালে ফিরোজা বেগম নামে এক প্রসূতি একসাথে জন্ম দেন তিনটি কন্যাসন্তান। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের গাইনি বিভাগের সিনিয়র কনসালটেন্ট ডা. পারভীন ফাতেমার হাত ধরে জন্ম নেওয়া তিন কন্যার নাম রাখা হয় হীরা, মণি ও মুক্তা।

স্যাটেলাইট ক্লিনিক : জনগণের দোরগোড়ায় পরিবার পরিকল্পনা এবং মা ও শিশু স্বাস্থ্যসম্পর্কিত সেবা প্রদানের নিমিত্তে গঠিত ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসাকেন্দ্র। উদাহরণস্বরূপ– সবুজ ছাতা প্রকল্প।

Icddrb: International Centre for Diarrhoeal Disease Research, Bangladesh. ঢাকা শহরের মহাখালীতে অবস্থিত চিকিৎসাবিষয়ক গবেষণা এবং সেবা প্রদানকারী আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান। যদিও আনুষ্ঠানিকভাবে এটির আন্তর্জাতিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ১৯৭৯ সালে। খাবার স্যালাইন আবিষ্কারের কৃতিত্বস্বরূপ 'বিল গেটস' পদক লাভ ২০০১ সালে। চিকিৎসা গবেষণার স্বীকৃতিস্বরূপ 'হিলটন' ফাউন্ডেশন পুরস্কার লাভ ২০১৭ সালে ।

BIRDEM: Bangladesh Institute of Research and Rehabilitation in Diabetes, Endocrine and Metabolic Disorders. প্রতিষ্ঠাতা ডা. মোহাম্মদ ইব্রাহিম। প্রতিষ্ঠাকাল ১৯৮০। এটি বর্তমানে বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতির তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতির প্রধান কার্যালয়ও এখানে অবস্থিত।

BSMMU: Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University. প্রতিষ্ঠা ১৯৬৫ সালে। মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর ৩০ এপ্রিল ১৯৯৮।

IEDCR: Institute of Epidemiology Disease Control & Research. প্রতিষ্ঠা ১৯৭৬ সালে। অবস্থান মহাখালী, ঢাকা।

কমিউনিটি ক্লিনিক : দেশের সর্বনিম্ন পর্যায়ের স্বাস্থ্যসেবা দেওয়ার জন্য চালু হয় ১৯৯৮ সালে।

বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা

উপমহাদেশের প্রথম শিক্ষা কমিশন 'হান্টার কমিশন'। ১৮৮২ সালে গঠিত এ কমিশনের প্রধান ছিলেন উইলিয়াম হান্টার। এ কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে জেলা স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশে গ্রেডিং পদ্ধতির প্রবর্তন (এসএসসি ও দাখিল ২০০১ সালে) এবং (এইচএসসি ও আলিম ২০০৩ সালে)। ২০১০ থেকে বাংলাদেশে মাধ্যমিক পরীক্ষায় সৃজনশীল পরীক্ষা পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়। বাংলাদেশে খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা কর্মসূচি চালু হয় ১৯৯৩ সালে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা : প্রাথমিক শিক্ষা নিয়ন্ত্রণকারী মন্ত্রণালয় হলো প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। বাংলাদেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন পাস হয় ১৯৯০ সালে। ৬৮ উপজেলায় বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা চালু হয় ১ জানুয়ারি ১৯৯২। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা দেশব্যাপী সম্প্রসারিত হয় ১ জানুয়ারি ১৯৯৩। বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে এনজিও ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত শিশুদের জন্য বিদ্যালয় আনন্দ স্কুল। কিন্ডার গার্টেন পদ্ধতির প্রবর্তক ফ্রোয়েবল।

শিক্ষা কমিশন : বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় শিক্ষা কমিশন কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন। গঠিত হয় ১৯৭২ সালের ২৬ জুলাই।

- ড. কুদরত-এ-খুদা কমিটি (জাতীয় শিক্ষা কমিশন) → ১৯৭২
- মফিজউদ্দিন শিক্ষা কমিশন (বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা কমিশন) → ১৯৮৭
- ড. শামসুল হক শিক্ষা কমিশন → ১৯৯৭
- ড. এমএ বারী শিক্ষা সংস্কার বিশেষজ্ঞ কমিটি → ২০০২
- মনিরুজ্জামান মিঞা শিক্ষা কমিশন → ২০০৩

শিক্ষানীতি কমিটি :

- কাজী জাফর আহমেদ এবং আবদুল বাতেন কমিটি → ১৯৭৮
- মজিদ খান শিক্ষা সংস্কার কমিটি → ১৯৮৩
- কবীর চৌধুরী শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি (বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা কমিশন) → ২০০৯

NAEM : National Academy for Educational Management. ১৯৫৯ সালে প্রতিষ্ঠিত ইস্ট পাকিস্তান এডুকেশন এক্সটেনশন অ্যান্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউট এবং ১৯৮১ সালে প্রতিষ্ঠিত ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব এডুকেশনাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড রিসার্চ– এ দুটো সংস্থাকে একীভূত করে ১৯৮২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় নায়েম। উদ্দেশ্য– শিক্ষা বিভাগের ট্রেনিংয়ের শীর্ষ প্রতিষ্ঠান।

NAPE: National Academy for Primary Education. প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ ও গবেষণাধর্মী জাতীয় প্রতিষ্ঠান। অবস্থান– ময়মনসিংহ। প্রতিষ্ঠাকাল ১৯৭৮।

DPE: Directorate of Primary Education. গঠিত হয় ১৯৮১ সালে। সদর দপ্তর মিরপুর, ঢাকা।

BNFE: Bureau of Non-Formal Education. কার্যালয় তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা।

BNCU: Bangladesh National Commission for UNESCO. গঠিত হয় ১৯৭৩ সালে। চেয়ারম্যান শিক্ষামন্ত্রী।

NCTB: National Curriculum and Textbook Board. প্রতিষ্ঠা ১৯৮৩ সালে। প্রধান কার্যালয় মতিঝিল, ঢাকা।

BANBEIS: Bangladesh Bureau of Educational Information and Statistics. প্রতিষ্ঠা ১৯৭৭ সালে। প্রধান কার্যালয় পলাশী-নীলক্ষেত, ঢাকা।

NTRCA: Non-Government Teacher's Registration and Certification Authority. প্রতিষ্ঠা ২০০৫ সালে। প্রধান কার্যালয় রমনা, ঢাকা।

ক্যাডেট কলেজ : বাংলাদেশে বর্তমানে সর্বমোট ক্যাডেট কলেজ ১২টি। এর মধ্যে মহিলা ক্যাডেট কলেজ ৩টি, ময়মনসিংহ, জয়পুরহাট এবং ফেনী জেলায়। বাংলাদেশের প্রথম ক্যাডেট কলেজ ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজ। প্রথম মহিলা ক্যাডেট কলেজ ময়মনসিংহ গার্লস ক্যাডেট কলেজ।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন : ১৯৭৩ সালে রাষ্ট্রপতির এক অধ্যাদেশের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন গঠন করা হয়। সদর দপ্তর– আগারগাঁও, ঢাকা।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় : বাংলাদেশের প্রথম বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি, ঢাকা। বাংলাদেশে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বিল পাস হয় ১৯৯২ সালে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার জন্য যে কমিশনটি গঠিত হয়েছিল 'নাথান কমিশন'। ব্রিটিশ ভাইসরয় লর্ড কার্জন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় ১ জুলাই ১৯২১ সালে। ৬৯'র গণঅভ্যুত্থানকালীন ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ছিলেন বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গণহত্যা করা হয় জগন্নাথ হলে এবং ইকবাল হলে (বর্তমান শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক)। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য হলেন রাষ্ট্রপতি। প্রথম ভাইস চ্যান্সেলর (উপাচার্য) পিজে হার্টস। প্রথম উপমহাদেশীয়, মুসলিম এবং বাঙালি উপাচার্য ছিলেন স্যার এএফ রহমান। বাংলাদেশের একমাত্র খাদ্য ও পুষ্টি ইনস্টিটিউট অবস্থিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস ১ জুলাই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কালো দিবস ২৩ আগস্ট। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শোক দিবস ১৫ অক্টোবর। স্লোগান "শিক্ষাই আলো"। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'রবীন্দ্রনাথ চেয়ার' স্থাপন করা হয় বাংলা বিভাগে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'বঙ্গবন্ধু চেয়ার' স্থাপন করা হয় ইতিহাস বিভাগে; ১৯৯৯ সালে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সমাবর্তন হয় ১৯২৩ সালে। স্বাধীনতার পর প্রথম সমাবর্তন হয় ১৯৭৪ সালে।

ঢাবি বিভিন্ন হল প্রতিষ্ঠার তাৎপর্য :

- ভাষা আন্দোলনের স্মরণে নির্মিত হল → অমর একুশে হল
- ৭ই মার্চ ভাষণের স্মরণে নির্মিত হল → ৭ই মার্চ ভবন
- মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ের স্মরণে নির্মিত হল → বিজয় ৭১ হল
- স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রধান স্লোগান 'জয় বাংলা' স্মরণে নির্মিত হচ্ছে → জয় বাংলা হল
- বিদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য নির্মিত হল → পি জে হার্টস ইন্টারন্যাশনাল হল

বাংলাদেশের সাক্ষরতা আন্দোলন : বাংলাদেশের প্রথম নিরক্ষরমুক্ত গ্রাম ঠাকুরগাঁও জেলার সালান্দ ইউনিয়নের কুচবাড়ী কৃষ্টপুর গ্রাম। বাংলাদেশের প্রথম নিরক্ষরমুক্ত জেলা মাগুরা।

বাংলাদেশের বিভিন্ন শিক্ষা কর্মসূচি : বয়স্ক শিক্ষাকে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বলে। বাংলাদেশে সরকারিভাবে পূর্ণাঙ্গ গণশিক্ষা কার্যক্রম চালু হয় ১৯৮৭ সালে। বাংলাদেশে 'খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা' কর্মসূচি চালু হয় ১৯৯৩ সালে।

বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র : বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র একটি সামাজিক সংগঠন। যার উদ্দেশ্য হলো গ্রন্থপাঠের মাধ্যমে তরুণদের সঠিক পথে পরিচালিত করা। আব্দুল্লাহ আবু সায়ীদের উদ্যোগে ১৯৭৮ সালে এই সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি এই সংগঠনের সৃষ্টি। স্লোগান– 'আলোকিত মানুষ চাই'। প্রধান কার্যালয় বাংলামোটর, ঢাকা।

জাতীয় অধ্যাপক : সরকার প্রতি পাঁচ বছর মেয়াদে শিক্ষা ও গবেষণায় অবদানের জন্য বিশিষ্ট একাধিক ব্যক্তিকে জাতীয় অধ্যাপক পদে নিয়োগ দেন।

বাংলাদেশ শিক্ষা বোর্ডসমূহ : বাংলাদেশে বর্তমানে শিক্ষা বোর্ড ১১টি। ঢাকা শিক্ষা বোর্ড দেশের প্রথম শিক্ষা বোর্ড, প্রতিষ্ঠাকাল ১৯২১। সর্বশেষ ময়মনসিংহ শিক্ষা বোর্ড।

বাংলাদেশের ভূ-উপগ্রহ

বাংলাদেশে ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্রের সংখ্যা ৪।

উপগ্রহ ভূকেন্দ্রের নাম	অবস্থান	প্রতিষ্ঠাকাল	মন্তব্য
বেতবুনিয়া ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র	রাঙামাটি	১৯৭৫	বাংলাদেশের প্রথম ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র
তালিবাবাদ ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র	গাজীপুর	১৯৮২	
মহাখালী ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র	ঢাকা	১৯৯৫	
সিলেট ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র	সিলেট	১৯৯৭	বাংলাদেশের সর্বশেষ ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র

ফাস্ট ট্র্যাক প্রকল্পসমূহ

পদ্মা সেতু

- অবস্থান → মাওয়া (মুন্সীগঞ্জ)-জাজিরা (শরীয়তপুর)
- দৈর্ঘ্য → ৬.১৫ কিলোমিটার, প্রস্থ → ১৮.১ মিটার
- লেন → ৪টি, স্প্যান → ৪১টি, পিলার → ৪২টি
- ধরন → দ্বিতল (উপরে সড়ক এবং নিচে রেলপথ), ২১টি জেলা সংযোগ করবে
- পদ্মা সেতু জাদুঘর অবস্থিত → মুন্সীগঞ্জের শ্রীনগরে
- পদ্মা সেতুর উদ্বোধন– ২৫ জুন ২০২২

রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র

- ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন → অক্টোবর ২০১৩ সালে
- অবস্থান → রূপপুর, ঈশ্বরদী, পাবনা
- পরমাণু বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী দেশের তালিকায় বাংলাদেশ → ৩২তম
- উৎপাদনক্ষমতা → দুটি ইউনিটে ১,২০০ মেগাওয়াট করে ২,৪০০ মেগাওয়াট

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল

- অপর নাম → Two towns- one city, নির্মিত হচ্ছে– চট্টগ্রামে
- দৈর্ঘ্য → কর্ণফুলী নদীর ১৫০ ফুট নিচ দিয়ে ৩.৪ কিলোমিটার, প্রস্থ– ১০ মিটার

এলএনজি টার্মিনাল

- অবস্থান → কক্সবাজারের মহেশখালীতে
- আকার → দৈর্ঘ্য ২৭৭ মিটার, প্রস্থে ৪৪ মিটার এবং ড্রাফট ১২.৫ মিটার

মেট্রোরেল প্রকল্প

- রুট → উত্তরা থেকে মতিঝিল, উদ্বোধন– ২৬ জুন ২০১৬
- দৈর্ঘ্য → ২০.১ কিলোমিটার, স্টেশন থাকবে– ১৭টি
- অর্থায়নে → বাংলাদেশ সরকার ও জাইকা

রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র

- অবস্থান → বাগেরহাটের রামপালে
- ব্যয় → ১৬ হাজার কোটি টাকা, উৎপাদনক্ষমতা– ১,৩০০ মেগাওয়াট
- সহায়তাকারী দেশ → বাংলাদেশ ও ভারতের যৌথ উদ্যোগে
- স্থাপিত হয় → বিদ্যুৎকেন্দ্র সুন্দরবনের প্রান্ত সীমানা থেকে ১৪ কিলোমিটার দূরে এবং বিশ্ব ঐতিহ্যের অংশ হতে প্রায় ৬৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত

মাতারবাড়ী বিদ্যুৎকেন্দ্র

- অবস্থান → কক্সবাজার
- উৎপাদনক্ষমতা → ১,২০০ মেগাওয়াট আলট্রা সুপার বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প
- প্রকল্পটি শুরু হয় → ২০১৪ সালে। ২০২৩ সালের ৩০ জুনের মধ্যে শেষ হওয়ার কথা থাকলেও অগ্রগতি হয়েছে সামান্য।

ই-পাসপোর্ট

- পূর্ণ রূপ → ইলেকট্রনিক পাসপোর্ট। অন্যনাম বায়োমেট্রিক পাসপোর্ট
- আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যক্রম উদ্বোধন করা হয় → ২২ জানুয়ারি ২০২০
- প্রথম চালু → মালয়েশিয়া (১৯৯৮ সালে)

নতুন ভাস্কর্য ও ম্যুরাল

- স্মৃতি-৭১ → চট্টগ্রাম; ভাস্কর → সৈয়দ সাইফুল কবীর
- অনুপ্রেরণা-১৯ → সার্কিট হাউস, গাজীপুর; ভাস্কর → আরিফুজ্জামান নূরনবী
- পতাকা-৭১ → মুন্সীগঞ্জ; ভাস্কর → ইমরান হোসেন ও রূপম রায়
- রক্তাক্ত ২১ → মর্তুজা বশির কর্তৃক অঙ্কিত ভাষা আন্দোলনের প্রথম চিত্রকর্ম
- অঙ্গীকার → পুলিশ লাইন, নরসিংদী। ভাস্কর → ফণী দাস
- মুক্তি ও গণতন্ত্র তোরণ → ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে; স্থপতি → রবিউল হুসাইন

কিছু প্রকল্প

- ট্যানারি শিল্পনগরী → সাভার, মুদ্রণশিল্প → সিরাজদিখান, মুন্সীগঞ্জ
- সফটওয়্যার পার্ক → জনতা টাওয়ার, ঢাকা
- ডিজিটাল বিশ্ববিদ্যালয় → কালিয়াকৈর, গাজীপুর
- দেশের প্রথম ওষুধ পার্ক → গজারিয়া, মুন্সীগঞ্জ
- ডিজিটাল আইল্যান্ড → মহেশখালী, হাই-টেক পার্ক → কালিয়াকৈর, গাজীপুর
- বাংলাদেশে প্রথম পরিবেশবান্ধব শিল্পপার্ক হচ্ছে → সিরাজগঞ্জ জেলায়
- প্লাস্টিক শিল্পনগরী গড়তে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে → মুন্সীগঞ্জের সিরাজদিখানে
- দেশের বৃহত্তম পোশাকশিল্প পার্ক → বাউশিয়া, মুন্সীগঞ্জ
- জাহাজ-ভাঙা শিল্প → সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম
- মাইকেল মধুসূদন বিশ্ববিদ্যালয় হবে → যশোর
- মেরিটাইম বিশ্ববিদ্যালয় হবে → চট্টগ্রাম, বে-অর্থনৈতিক অঞ্চল হচ্ছে → গাজীপুর
- দেশের দ্বিতীয় টানেল হবে (প্রস্তাবিত) → পদ্মা নদীতে (দৌলতদিয়া-পাটুরিয়া)
- দ্বিতীয় মেট্রোরেল হবে → সাভারের হেমায়েতপুর, ভাটারা
- প্রথম সাবমেরিন ঘাঁটি হবে → পেকুয়া, কক্সবাজার

সরকারের গুরুত্বপূর্ণ হেল্পলাইন

- সরকারি তথ্য ও সেবা → ৩৩৩, দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) → ১০৬
- জরুরি সেবা, পুলিশ, ফায়ার সার্ভিস ও অ্যাম্বুলেন্স → ৯৯৯
- নারী ও শিশু নির্যাতন, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ → ১০৯
- দুর্যোগের আগাম বার্তা → ১০৯০, সরকারি আইনি সহায়তা– ১৬৪৩০
- শিশু সহায়তা → ১০৯৮, জরুরি স্বাস্থ্যসেবা– ১৬২৬৩
- মানবাধিকার বিষয়ক → ১৬০১৮, কৃষিবিষয়ক– ১৬১২৩

প্রস্তাবিত দ্বিতীয় পদ্মা সেতু

- অফিসিয়াল নাম → দ্বিতীয় পদ্মা বহুমুখী সেতু
- নির্মিত হবে → মানিকগঞ্জের পাটুরিয়া থেকে রাজবাড়ীর গোয়ালন্দ পর্যন্ত
- দৈর্ঘ্য → ৬.১০ কিলোমিটার, প্রস্থ– ১৮.১০ মিটার
- বিনিয়োগ করবে → বাংলাদেশ সরকার ও এডিবি
- প্রাথমিক ব্যয় ধরা হয়েছে → ১৩ হাজার ১২১ কোটি টাকা

দেশের বৃহত্তম পায়রা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র

- অবস্থান → কলাপাড়া, পটুয়াখালী (কয়লাভিত্তিক), উৎপাদনক্ষমতা– ১,৩২০ মেগাওয়াট
- সহায়তাকারী দেশ → চীন, কয়লা আমদানি হবে– ইন্দোনেশিয়া থেকে
- দেশের দ্বিতীয় কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে ব্যবহার করা হবে → আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল প্রযুক্তি
- দেশের প্রথম কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র → বড়পুকুরিয়া বিদ্যুৎকেন্দ্র, দিনাজপুর

ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে

- অবস্থান → হযরত শাহজালাল বিমানবন্দর থেকে কুতুবখালী
- সংযোগ সড়কসহ দৈর্ঘ্য → ৪৬.৭৩ কিলোমিটার, মূল সড়কের দৈর্ঘ্য → ১৯.৭৩ কিলোমিটার
- নির্মাতা প্রতিষ্ঠান → ইতালিয়ান-থাই ডেভেলপমেন্ট করপোরেশন লি.
- সম্পূর্ণ প্রকল্পটি চালু হবে → ২০২৩ সালের জুনে

দেশের প্রথম এক্সপ্রেওয়ে

- চালু হয় → ১২ মার্চ ২০২০, উদ্বোধন করেন → প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা
- রুট → ঢাকা-মাওয়া-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ে, দৈর্ঘ্য → ৫৫ কিলোমিটার
- ঢাকার সাথে যুক্ত হয় → ২২টি জেলা

সাবমেরিন কেবল

আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রবাহের ক্ষেত্রে সাবমেরিন কেবলের ভূমিকা অপরিহার্য। তথ্যপ্রযুক্তির মহাসড়কে বাংলাদেশ বর্তমানে সাউথ এশিয়া-মিডল ইস্ট-ওয়েস্টার্ন ইউরোপ-৪ এবং সাউথইস্ট এশিয়া-মিডল ইস্ট-ওয়েস্টার্ন ইউরোপ-৫ নামে দুটি সাবমেরিন কেবলের মাধ্যমে যুক্ত রয়েছে। সরকার দেশের তৃতীয় সাবমেরিন কেবল স্থাপনের জন্য এসইএ-এমই-ডব্লিউই-৬ সাবমেরিন কেবল কনসোর্টিয়ামে যুক্ত হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বিএসসিসিএল আশা করছে, ২০২৪ সালের মধ্যে তৃতীয় সাবমেরিন কেবলটি চালু হবে।

বাংলাদেশের জিআই পণ্য

ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য (সংক্ষেপে জিআই) হচ্ছে মেধাসম্পদের অন্যতম শাখা। কোনো একটি দেশের মাটি, পানি, আবহাওয়া, জলবায়ু এবং ওই দেশের জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতির যদি কোনো একটি অনন্য গুণ-মানসম্পন্ন পণ্য উৎপাদনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, তাহলে সেটিকে ওই দেশের জিআই হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। আন্তর্জাতিক মেধাস্বত্ব সংস্থা WIPO। শীতলপাটি ও বগুড়ার দই জিআই পণ্যের মর্যাদা পেতে যাচ্ছে। বর্তমানে বাংলাদেশের মোট জিআই (সেপ্টেম্বর-২০২৪) সনদপ্রাপ্ত পণ্য ৪৩টি। যথা–

১. জামদানি শাড়ী (১ সেপ্টেম্বর, ২০১৫)
২. বাংলাদেশ ইলিশ (১৩ নভেম্বর, ২০১৬)
৩. চাঁপাইনবাবগঞ্জের খিরসাপাত আম
৪. বিজয়পুরের সাদা মাটি
৫. দিনাজপুর কাটারীভোগ
৬. বাংলাদেশ কালিজিরা
৭. রংপুরের শতরঞ্জি
৮. রাজশাহী সিল্ক
৯. ঢাকাই মসলিন
১০. রাজশাহী-চাপাইনবাবগঞ্জের ফজলি আম
১১. বাংলাদেশের বাগদা চিংড়ি
১২. বাংলাদেশের শীতল পাটি
১৩. বগুড়া দই
১৪. শেরপুরের তুলশীমালা ধান
১৫. চাঁপাই নবাবগঞ্জের ল্যাংড়া আম
১৬. চাঁপাই নবাবগঞ্জের আশ্বিনা আম
১৭. নাটোরের কাঁচাগোল্লা
১৮. বাংলাদেশের ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল
১৯. টাঙ্গাইলের পোড়াবাড়ির চমচম
২০. কুমিল্লা রসমালাই
২১. কুষ্টিয়ার তিলের খাজা
২২. রংপুরের হাঁড়িভাঙ্গা আম
২৩. মৌলভীবাজারের আগর
২৪. মৌলভীবাজারের আগর আতর
২৫. মুক্তাগাছা মণ্ডা
২৬. যশোরের খেজুরের গুড়
২৭. নরসিংদীর অমৃত সাগর কলা
২৮. রাজশাহী মিষ্টি পান
২৯. গোলাপগঞ্জের রসগোল্লা
৩০. জামালপুরের নকশিকাঁথা
৩১. টাঙ্গাইল শাড়ি
৩২. নরসিংদীর লটকন
৩৩. মধুপুরের আনারস
৩৪. ভোলার মহিষের দুধের কাঁচা দই
৩৫. মাগুরার হাজরাপুরী লিচু
৩৬. সিরাজগঞ্জের গামছা
৩৭. সিলেটের মনিপুরী শাড়ি
৩৮. মিরপুর কাতান শাড়ি
৩৯. ঢাকাই ফুটি কার্পাস তুলা
৪০. কমিল্লার খাদি
৪১. ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ছানামুখী মিষ্টি
৪২. গোপালঞ্জের ব্রোঞ্জের গহনা
৪৩. সুন্দরবণের মধু (০৯ আগস্ট, ২০২৪)

ইউনেস্কো Heritage-এ বাংলাদেশ

ইউনেস্কো	বাংলাদেশের ঐতিহ্যসমূহ
Intangible Heritage	স্পর্শকাতর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বর্তমানে ৪টি– ১. বাউল গান (২০০৮); ২. জামদানি শাড়ি (২০১৩); ৩. মঙ্গল শোভাযাত্রা (২০১৬) এবং ৪. শীতলপাটি (২০১৭) ৫. ঢাকার রিক্সা ও রিক্সাচিত্র (২০২৩)
Natural Heritage	সুন্দরবন স্বীকৃতি পায় ১৯৯৭ সালে (৭৯৮তম)
Cultural Heritage	ষাটগম্বুজ মসজিদ ও পাহাড়পুর বৌদ্ধবিহার স্বীকৃতি পায় ১৯৮৫ সালে

বাংলা গান

১. আমার সোনার বাংলা
- রবি ঠাকুর (গীতিকার + সুরকার)
- বঙ্গবঙ্গ (১৯০৫) এর প্রেক্ষাপটে রচিত
- ১৯০৫ বঙ্গদর্শন পত্রিকার প্রথম প্রকাশিত হয়
- গীতবিতান গ্রন্থের স্বরবিতান অংশভুক্ত
- ২৫ চরণবিশিষ্ট/১০ চরণ জাতীয় সংগীত/৪ চরণ বাজানো হতো।

২. চল্ চল্ চল্...
- কাজী নজরুল ইসলাম (গীতি/সুর/শিল্পী)
- সন্ধ্যা কাব্যগ্রন্থ
- শিখা পত্রিকা
- ২১ চরণ বিশিষ্ট

৩. আমার ভাইয়ের রক্তে ...
- আবদুল গাফফার চৌধুরী (গীতিকার)
- শিল্পী/প্রথম সুরকার– আব্দুল লতিফ
- বর্তমান সুরকার– আলতাফ মাহমুদ

৪. সালাম সালাম...
- ফজলে খোদা (গীতিকার)
- আবদুল জব্বার (সুর+শিল্পী)

৫. মোরা একটি ফুলকে...
- গোবিন্দ হালদার (গীতিকার)
- আপেল মাহমুদ (সুর+শিল্পী)

৬. এক সাগর রক্তের বিনিময়ে...
- গোবিন্দ হালদার (গীতিকার)
- আপেল মাহমুদ (সুর+শিল্পী)

৭. এক নদী রক্ত পেরিয়ে...
- খান আতাউর রহমান (গীতিকার+সুর)
- শাহনাজ রহমতউল্লাহ (শিল্পী)

৮. সব কটি জানালা খুলে...
- নজরুল ইসলাম বাবু (গীতিকার)
- আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুল (সুর)
- সাবিনা ইয়াসমিন (শিল্পী)

৯. ভাল আছি ভাল থেকো...
- রুদ্র মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ (গীতিকার + সুরকার)

১০. একতারা তুই দেশের কথা...
- গাজী মাযহারুল আলম (গীতিকার)
- সত্য সাহা (সুরকার)
- শাহনাজ রহমতউল্লাহ (শিল্পী)

সংবাদপত্র

বাংলা সংবাদপত্র

বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষের প্রথম মুদ্রিত সংবাদপত্র	বেঙ্গল গেজেট (ইংরেজি ভাষায়)
বাংলা ভাষায় প্রথম সাময়িকপত্র	দিগদর্শন
বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম সংবাদপত্র	সমাচার দর্পণ
বাঙালি পরিচালিত প্রথম সংবাদপত্র	বাঙ্গাল গেজেট
মুসলমান সম্পাদিত প্রথম সংবাদপত্র	সমাচার সভারাজেন্দ্র
বাংলা ভাষার প্রথম দৈনিক সংবাদপত্র	সংবাদ প্রভাকর
'ব্রাহ্মসমাজ' এর মুখপত্র	তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা
বাংলাদেশের ভূখণ্ড থেকে প্রকাশিত প্রথম সংবাদপত্র	রংপুর বার্তাসহ
ঢাকা থেকে প্রকাশিত প্রথম সংবাদপত্র	ঢাকা প্রকাশ

বাংলা সাহিত্যের ঐতিহাসিক সংবাদপত্র

সংবাদপত্র	প্রকাশকাল	সম্পাদক
বেঙ্গল গেজেট	১৭৮০	জেমস আগাস্টাস হিকি
দিগদর্শন	১৮১৮	জন ক্লার্ক মার্শম্যান
সমাচার দর্পণ	১৮১৮	জন ক্লার্ক মার্শম্যান
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	১৮৪৩	অক্ষয়কুমার দত্ত
বঙ্গদর্শন	১৮৭২	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
আজিজুন্নেহার	১৮৭৪	মীর মশাররফ হোসেন
ভারতী	১৮৭৭	দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
সুধাকর	১৮৮৯	শেখ আবদুর রহিম
সাধনা	১৮৯১	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
লহরী	১৯০০	মোজাম্মেল হক
প্রবাসী	১৯০১	রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়
সবুজ পত্র	১৯১৪	প্রমথ চৌধুরী
মাসিক সওগাত	১৯১৮	মোহাম্মদ নাসিরুদ্দিন
সাপ্তাহিক সওগাত	১৯২৮	মোহাম্মদ নাসিরুদ্দিন
মোসলেম ভারত	১৯২০	মোজাম্মেল হক
আঙুর (কিশোরপত্র)	১৯২০	ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
কল্লোল	১৯২৩	দীনেশ চন্দ্র দাশ
শিখা	১৯২৭	আবুল হোসেন
কবিতা	১৯৩৫	বুদ্ধদেব বসু
সমকাল	১৯৫৭	সিকান্দার আবু জাফর

অনুশীলন পর্ব :
বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

- বাংলাদেশের প্রথম ডিজিটাল শহর কোনটি? → সিলেট
- টিফফা চুক্তির দুই পক্ষ হলো → যুক্তরাষ্ট্র-বাংলাদেশ
- Right to Information Act sets out its journey in Bangladesh in the year→ 2009
- কত সাল থেকে ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালিত হচ্ছে? → ২০০০
- বাংলাদেশে 'The Bay of Bengal Industrial Growth Belt (BIG-B)' সহযোগিতায় উদ্যোক্তা দেশ → জাপান
- বাংলাদেশ কবে মিয়ানমারের সাথে সমুদ্রসীমা বিরোধে জয়লাভ করে? → ১৪ মার্চ ২০১২
- পহেলা বৈশাখের মঙ্গল শোভাযাত্রা ইউনেস্কো কর্তৃক বিশ্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের মর্যাদা পায় কত সালে? → ২০১৬
- বাংলাদেশ ও ভারতের সমুদ্রসীমা বিরোধ নিষ্পত্তির মামলা হয় কোন আদালতে? → স্থায়ী সালিশি আদালত (PCA, নেদারল্যান্ডস)
- 'বাংলাদেশ স্কয়ার' অবস্থিত → লাইবেরিয়া
- ডেভিড ফ্রস্ট ছিলেন → একজন সাংবাদিক
- বাংলাদেশ জাতিসংঘের কততম সদস্য? → ১৩৬তম
- জাতিসংঘের কততম সাধারণ অধিবেশনে ড. মোহাম্মদ ইউনূস (অন্তবর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা) বাংলায় ভাষণ দিয়েছিলেন?→ ৭৯তম
- বাংলাদেশ কমনওয়েলথ সদস্যপদ লাভ করে → ১৯৭২
- বাংলাদেশ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (WTO) সদস্যপদ লাভ করে কোন সালে? → ১৯৯৫
- বাংলাদেশ OIC-র সদস্য হয় কোন সালে? → ১৯৭৪
- বাংলাদেশ কোন সালে জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে? → ১৯৭৪
- সিরডাপের সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত? → ঢাকা
- ICDDR,B কোথায় অবস্থিত? → ঢাকা
- আন্তর্জাতিক পাট সংস্থার (IJO) সদর দপ্তর → ঢাকা
- পার্বত্য শান্তিচুক্তি কখন স্বাক্ষরিত হয়? → ২ ডিসেম্বর ১৯৯৭
- ভারতের কতটি 'ছিটমহল' বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে? → ১১১টি
- 'বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি তাই আমি পৃথিবীর রূপ খুঁজিতে যাই না আর' কবিতার কবি কে? → জীবনানন্দ দাশ
- সুচিত্রা সেনের পৈতৃক নিবাস কোথায়? → পাবনা
- কোন বাংলাদেশি প্রথম সাঁতরে ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করেন? →ব্রজেন দাস
- কারাগারের শহিদ 'জাতীয় চারনেতা' কারা? → সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী ও এএইচএম কামারুজ্জামান
- অধরা কণার অস্তিত্ব আবিষ্কারে নেতৃত্ব দিয়েছেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত পদার্থবিজ্ঞানী → এম জাহিদ হাসান
- বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার রূপকার কে? → কামরুল হাসান
- 'আলোকিত মানুষ চাই'– স্লোগান → বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র
- 'বেঙ্গল ফাউন্ডেশন' কী? → আর্ট গ্যালারি
- BSTI → Bangladesh Standard and Testing Institute
- বাংলাদেশের 'জাতীয় গ্রন্থাগার' কোথায় অবস্থিত? → আগারগাঁও
- বাংলা একাডেমি কোন বছর প্রতিষ্ঠিত হয়? → ১৯৫৫
- বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন গঠিত হয় → ১৯৭৩ সালে
- 'কান্তজির মন্দির' কত শতকে নির্মিত? → ১৮ শতক
- 'বাংলাপিডিয়া' এর প্রকাশক → এশিয়াটিক সোসাইটি
- 'খেলাঘর' কী? → শিশু সংগঠন
- 'উত্তরা গণভবন' কোথায় অবস্থিত? → নাটোর
- উয়ারী বটেশ্বর কীসের জন্য প্রসিদ্ধ? → প্রত্নস্থান
- বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ কয় কক্ষবিশিষ্ট? → এক কক্ষ
- উয়ারী-বটেশ্বরের সভ্যতা কত প্রাচীন? → ২৫০০ বছর
- 'ভারতেশ্বরী হোমস' এর প্রতিষ্ঠাতা কে? → আর পি সাহা
- উত্তরা গণভবন কোথায় অবস্থিত? → নাটোর
- উয়ারী বটেশ্বর কোন জেলায় অবস্থিত? → নরসিংদী
- মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের নতুন ভবন কোথায়? → আগারগাঁও
- সোমপুর বিহার কে প্রতিষ্ঠা করেন? → ধর্মপাল
- 'পাহাড়পুর'/'সোমপুর বিহার' কোন জেলায় অবস্থিত? → নওগাঁ
- আনন্দ বিহার কোথায় অবস্থিত? → কুমিল্লা জেলার লালমাই পাহাড়ে
- ষাটগম্বুজ মসজিদের প্রকৃত গম্বুজ কয়টি? → ৮১টি
- জাতীয় স্মৃতিসৌধে কয়টি ফলক আছে? → ৭টি
- জাতীয় স্মৃতিসৌধের স্থপতি কে?→ মইনুল হোসেন
- 'স্বাধীনতার সংগ্রাম' কোথায় স্থাপিত? → ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
- 'শাবাশ বাংলাদেশ' কোথায় স্থাপিত? → রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে
- আসাদ গেট নির্মিত হয় → ১৯৬৯ এর গণঅভ্যুত্থানের স্মৃতি রক্ষার্থে
- বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর প্রতিষ্ঠিত হয়? → ১৯১০ সালে
- 'টেরাকোটা' কী? → পোড়ামাটির ফলক
- স্বাধীনতা উত্তর মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য বাংলা চলচ্চিত্র → ওরা ১১ জন
- 'Stop Genocide' (স্টপ জেনোসাইড) প্রামাণ্যচিত্রটির নির্মাতা কে? → জহির রায়হান
- 'মাটির ময়না' ছবি নির্মাণ করেন কে? → তারেক মাসুদ
- Let there be Light কার বিখ্যাত চলচ্চিত্র? → জহির রায়হান
- বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম দৈনিক সংবাদপত্র → সম্বাদ প্রভাকর
- বাংলাদেশ টেলিভিশনের যাত্রা শুরু হয় কোন সালে? → ১৯৬৪
- ঢাকার প্রাচীনতম বাংলা সাপ্তাহিক 'ঢাকা প্রকাশ' কবে প্রথম প্রকাশিত হয়? → ১৮৬১
- বাংলাদেশ ক্রিকেট ওয়ানডে স্ট্যাটাস লাভ করে → ১৯৯৭
- বাংলাদেশের একমাত্র নৃতাত্ত্বিক জাদুঘর অবস্থিত? → চট্টগ্রাম জেলায়
- মুক্তিযুদ্ধকালে 'ANNIHILATE THESE DEMONS' ক্যাপশনের পোস্টারটি এঁকেছিলেন কে? → কামরুল হাসান

সেফ টেস্ট-১৬ ও ১৭ (বাংলাদেশের জাতীয় অর্জন)

১. 'Making of a Nation Bangladesh' গ্রন্থের রচয়িতা কে?
ক নুরুল ইসলাম খ হুমায়ূন আহমেদ
গ কামাল হোসেন ঘ এসএ করিম

২. বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়–
ক ১৯৪৮ সালে খ ১৯৫২ সালে
গ ১৯৬৫ সালে ঘ ১৯৭৪ সালে

৩. বাংলা একাডেমি কোন সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?
ক ১৯৫৫ সালে খ ১৯৫২ সালে
গ ১৯৫৪ সালে ঘ ১৯৫৩ সালে

৪. জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র কোন মন্ত্রণালয়ের অধীনে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান?
ক সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয় খ শিশু মন্ত্রণালয়
গ তথ্য মন্ত্রণালয় ঘ যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

৫. সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধের ফলক সংখ্যা–
ক ৫টি খ ৬টি
গ ৭টি ঘ ৯টি

৬. মুজিবনগর স্মৃতিসৌধ কোথায় অবস্থিত?
ক মেহেরপুরে খ টুঙ্গিপাড়ায়
গ ফরিদপুরে ঘ ঝিনাইদহে

৭. 'জাগ্রত চৌরঙ্গী' স্মৃতিসৌধটি কোথায় অবস্থিত?
ক জয়দেবপুরে খ মিরপুর
গ সাভার ঘ ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট

৮. তিন নেতার স্মৃতিসৌধটির স্থপতি কে?
ক মোস্তফা হারুন কুদ্দুস খ আবদুর রাজ্জাক
গ মাসুদ আহমেদ ঘ লুই আই কান

৯. জাতীয় স্মৃতিসৌধের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয় কবে?
ক ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭২ খ ১৬ ডিসেম্বর ১৯৮২
গ ১৭ এপ্রিল ১৯৭২ ঘ ১৬ মার্চ ১৯৭২

১০. 'অপরাজেয় বাংলা' ভাস্কর্যটির স্থপতি কে?
ক সুলতানুল ইসলাম খ মৃণাল হক
গ সৈয়দ আবদুল্লাহ খালেদ ঘ নিতুন কুণ্ডু

১১. দেশের প্রথম পতাকা ভাস্কর্য 'পতাকা-৭১' কোথায় অবস্থিত?
ক সুনামগঞ্জ খ মানিকগঞ্জ
গ সিরাজগঞ্জ ঘ মুন্সীগঞ্জ

১২. কমলাপুর রেলস্টেশনের স্থপতি কে?
ক পল রুডলফ খ মোস্তফা কামাল
গ বব বুই ঘ আবদুর রাজ্জাক

১৩. 'জয় বাংলা জয় তারুণ্য' ভাস্কর্যটির স্থপতি কে?
ক আবদুর রাজ্জাক খ আলাউদ্দিন বুলবুল
গ আবদুল্লাহ খালেদ ঘ আবুল হোসেন খারিয়ানী

১৪. জাতির জনক বঙ্গবন্ধু জাতিসংঘের কোথায় বাংলা ভাষায় বক্তৃতা প্রদান করেন?
ক নিরাপত্তা পরিষদে খ সাধারণ পরিষদের অধিবেশন
গ ইকোসোকে (ECOSOC) ঘ ইউনোসকোতে (UNESCO)

১৫. পহেলা বৈশাখের মঙ্গল শোভাযাত্রা ইউনেস্কো কর্তৃক বিশ্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের মর্যাদা পায় কত সালে?
ক ২০১০ খ ২০১২
গ ২০১৪ ঘ ২০১৬

১৬. ভারতের কতটি 'ছিটমহল' বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে?
ক ১৬২টি খ ১১১টি
গ ৫১টি ঘ ১০১টি

১৭. সার্ক সাহিত্য পুরস্কার-২০২৩ কে অর্জন করেছেন?
ক সেলিনা হোসেন খ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
গ অধ্যাপক আনিসুজ্জামান ঘ রুবানা হক

১৮. বাংলাদেশ জাতিসংঘের কততম সদস্য?
ক ১৩৬তম খ ১৩৭তম
গ ১৩৮তম ঘ ১৩৯তম

১৯. বাংলাদেশ প্রথম কোন আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্যপদ লাভ করে?
ক ওআইসি খ এফএও
গ কমনওয়েলথ ঘ ন্যাম

২০. কোন তারিখে বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে?
ক ১৬ ডিসেম্বর ১৬৭৫ খ ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪
গ ১৪ নভেম্বর ১৯৭৩ ঘ ৩১ ডিসেম্বর ১৯৭২

২১. পার্বত্য শান্তিচুক্তি কখন স্বাক্ষরিত হয়?
ক ২ ডিসেম্বর ১৯৯৭ খ ২ ডিসেম্বর ১৯৯৬
গ ২৩ জুন ১৯৯৬ ঘ ২৩ জুন ১৯৯৭

২২. 'আমার দেখা নয়াচীন'-এর রচয়িতা কে?
ক মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী
খ হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী
গ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
ঘ শেরে বাংলা একে ফজলুল হক

২৩. জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি পান কত সালে?
ক ১৯৫২ খ ১৯৬৯
গ ১৯৭০ ঘ ১৯৭১

২৪. মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক ভাস্কর্য স্বাধীনতার সংগ্রাম কোথায় স্থাপিত হয়?
ক চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় খ খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়
গ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ঘ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

২৫. মাদার অব হিউম্যানিটি কাকে বলা হয়?
ক মাদার তেরেসা খ শ্রীমাভো বন্দরনায়েক
গ শেখ হাসিনা ঘ ইন্দিরা গান্ধী

২৬. Let there be Light কার বিখ্যাত চলচ্চিত্র?
ক সত্যজিৎ রায় খ জহির রায়হান
গ চাষী নজরুল ইসলাম ঘ খান আতাউর রহমান

২৭. কোন বিখ্যাত ম্যাগাজিন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাজনীতির কবি (Poet of Politics) আখ্যা দিয়েছিল?
ক টাইম
খ নিউজ উইকস
গ ইকোনমিস্ট
ঘ ইকোনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলি

২৮. বাংলাদেশ টেলিভিশন কত সালে স্থাপিত হয়?
ক ১৯৬৪ সালে খ ১৯৬৫ সালে
গ ১৯৬৩ সালে ঘ ১৯৬৬ সালে

২৯. ক্রিকেটে বাংলাদেশ টেস্ট মর্যাদা পায়–
ক ১৯৯৭ সালে খ ১৯৯৯ সালে
গ ২০০১ সালে ঘ ২০০০ সালে

৩০. টেস্ট ক্রিকেটে বাংলাদেশের পক্ষে কে প্রথম ডাবল সেঞ্চুরি করেন?
ক মুশফিকুর রহিম খ তামিম ইকবাল
গ সাব্বির ঘ লিটন দাস

উত্তরপত্র : সেফ টেস্ট-১৭ ও ১৮ (বাংলাদেশের জাতীয় অর্জন)

১.	ক	২.	ঘ	৩.	ক	৪.	ক	৫.	গ
৬.	ক	৭.	ঘ	৮.	গ	৯.	ক	১০.	গ
১১.	ঘ	১২.	গ	১৩.	ঘ	১৪.	ঘ	১৫.	ঘ
১৬.	ঘ	১৭.	ঘ	১৮.	ক	১৯.	গ	২০.	ঘ
২১.	ক	২২.	গ	২৩.	ঘ	২৪.	ঘ	২৫.	গ
২৬.	ঘ	২৭.	ঘ	২৮.	ক	২৯.	ঘ	৩০.	ক